

তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা : মনোহরদী
উপজেলার উপর একটি সমীক্ষা

GIFT

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য রচিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library



382773

382773

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
একাডেমি

আছমা আক্তার জাহান
রেজিস্ট্রেশন নং- ১২০/৯০-৯১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

M.Phil.

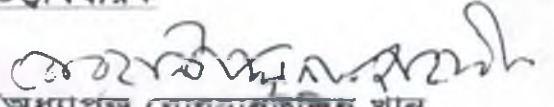
382773

जनक
विश्वविद्यालय
वाराणसी



এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আছমা আক্তার জাহান কর্তৃক উপস্থাপিত
“ভূনমূল পর্যায়ের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাঃ মনোহরদী উপজেলার উপর
একটি সমীক্ষা” অহিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। লেখক এই
অহিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপন করেন নাই।

১৭.১১
তত্ত্বাবধায়ক


(অধ্যাপক মোঃ নূর হোসেন খান

জাহানসীর)

উপ-উপচার্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

382773



কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা কাজের জন্য যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।

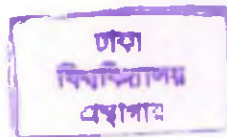
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সাহেবের সুযোগ্য তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় আমি আমার অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। তার মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা আমি অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি। তার কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষণা কাজের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সিরভাগ ও স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার ব্যাবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থাগারের কতৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া মনোহরদী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য পরিষদ সদস্যবর্গ এবং সরকারী কর্মকর্তাগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। জরীপ কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমি মনোহরদী উপজেলার অধিবাসীবৃন্দকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তারিখ :

আহমা আক্তার জাহান

382773



সূচী পত্র

ভূমিকা

গবেষণার গুরুত্ব

গবেষণার লক্ষ্য

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণার ক্ষেত্র

প্রথম অধ্যায়

পৃষ্ঠা নং
১-২০

১। 'উন্নয়ন' ধারণাটির বিশ্লেষণ

২। বাংলাদেশের জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পটভূমি ও
প্রয়োজনীয়তা

৩। উন্নয়ন ও আমলাতন্ত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

২১-৫০

১। ১৯৮২ সালের থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন অধ্যাদেশ

২। উপজেলা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক

৩। উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যবলী

৪। উপজেলায় কর্মরত জনপ্রতিনিধি ও উল্লেখযোগ্য সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা ও কার্যবলী

৫। উপজেলা পরিষদ বাজেট

৬। উপজেলা পরিষদের তহবিল গঠন

৭। উপজেলা পরিষদ তহবিলের যথাযথ ব্যবহার

৮। উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

- ৮.১ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রমে উপজেলা পরিষদের অংশগ্রহণ
- ৮.২ উপজেলা পরিষদ তহবিলে উন্নয়ন জমা
- ৮.৩ উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদের লক্ষণীয় বিবরণসমূহ
- ৮.৪ জাতীয় সরকার কর্তৃক উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর বরাদ্দকৃত খোক অর্থ বরাদ্দের নীতি
- ৮.৫ বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা খাত
- ৮.৬ উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও অনুমোদন পদ্ধতি
- ৮.৭ প্রকল্প বাস্তবায়ন, তদ্ববধান, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং।

তৃতীয় অধ্যায়

৫১-১০৪

১. মনোহরদী উপজেলার ভৌগলিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থা
২. উন্নয়ন ও মনোহরদী উপজেলা
 - ২.১ মনোহরদী উপজেলায় শিক্ষা বিস্তারের অগ্রগতির উপর আলোচনা
 - ২.২ মনোহরদী উপজেলার জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতির উপর আলোচনা
 - ২.৩ জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর মনোহরদী উপজেলায় বিভিন্ন শ্রেণীর মতামতের উপর আলোচনা
 - ২.৪ ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত মনোহরদী উপজেলার বাজেট
 - ২.৫ ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন খাতে গৃহীত প্রকল্প সমূহের উপর আলোচনা।
 - ২.৬ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্পের উপর মনোহরদী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মতামতের উপর আলোচনা
 - ২.৭ তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা

চতুর্থ অধ্যায়

১০৫-১০৭

উপসংহার

গৃহপুঞ্জি

১০৮-১১২

ভূমিকা

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের বাস তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রামে। যদিও বাংলাদেশের গ্রামঅঞ্চলে অধিকাংশ জনগণের বাস তথাপি সেখানেই ব্যাপক দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও অপুষ্টি বিদ্যমান। বর্তমানে ন্যূনতম ক্যালরী গ্রহণের মানদণ্ডে বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা শহরের জনগণ থেকে পিছিয়ে আছে। পরিবার পরিকল্পনা শহরের শিক্ষিত মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তুলনামূলক দরিদ্র ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীর নিকট তা বিপুল পরিমাণে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। আমাদের দেশের তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রামে বসবাসরত অধিকাংশ জনগণের উন্নতি ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। তাই এই অধিক সংখ্যক মানব সম্পদের উন্নয়ন ও তাদেরকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট করার জন্য সুবিন্যস্ত কৌশল উদ্ভাবনের প্রয়োজন। উক্ত গবেষণায় তৃণমূল পর্যায় বলতে প্রশাসন ব্যবস্থার তৃণমূলকে বুঝানো হয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় পর্যায় ও মাঠ পর্যায় এই দুই ভাগে বিভক্ত। আবার মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ৩টি স্তরে বিভক্ত। যথা-

১। বিভাগীয় প্রশাসন

২। জেলা প্রশাসন

৩। উপজেলা প্রশাসন

প্রশাসনের তৃণমূল পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা প্রশাসন। উন্নয়ন প্রশাসনকে পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় এবং উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন প্রশাসনের কর্মকাণ্ড তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে। প্রায় ২০ জন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের মধ্যে তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখেন না। তারা তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের কাজে নিয়োজিত। তাদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দক্ষতা ও দেশগড়ার ঐকান্তিক আগ্রহের উপর তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের উন্নয়ন নির্ভর করে। সুতরাং উপজেলা ব্যবস্থায় উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়েছে তার মধ্যে আমলাতন্ত্র একটি অংশিদার এবং নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অংশিদার।

গবেষণার গুরুত্ব

একটি গ্রাম প্রধান দেশ হিসাবে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন গ্রাম উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কৌশলে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি অন্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই আমাদের দেশে প্রবর্তিত হয়েছে উপজেলা ভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এটি একটি নূতন ব্যবস্থা এবং পূর্বের সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে কিছুটা ভিন্নতর। আর এই উপজেলা ব্যবস্থায় প্রায় ২০ জন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন। এই সরকারী কর্মকর্তারা বা আমলাবা উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশিদার। উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আমলাদের বাস্তবে কতটুকু ভূমিকা রয়েছে, তাদের মানসিকতা কতটুকু উন্নয়নমুখী, আমলাতন্ত্রের দ্রুত বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা নির্ণয়, উপজেলা ব্যবস্থার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা জাতীয় ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সম্পর্ক এ সমস্ত বিষয় গবেষণা সাপেক্ষ। আমাদের দেশের গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়াও প্রশাসনিক সংস্কারের উপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গবেষণা মূলক নিবন্ধ রচিত হয়েছে। কিন্তু ত্বনমূল পর্যায়ে উন্নয়নের আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বিষয়ে এ পর্যন্ত তেমন কোন গবেষণা হয় নাই। আর এ প্রেক্ষিতে আমি এ বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

গবেষণার লক্ষ্য

আমার গবেষণার নিবন্ধে আমি বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট উপজেলা মনোহরদী উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে এখানে অনুসৃত প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রেক্ষিতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রাম উন্নয়ন তথা গ্রামের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা। আমি এই নিবন্ধে যে দিকগুলোর উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেছি সেগুলি হচ্ছেঃ-

- ১। উপজেলা প্রশাসনের লক্ষ্য, কার্যাবলী ও ভূমিকা।
- ২। মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারণাটি মনোহরদী উপজেলায় কতটুকু কার্যকর তা নির্ণয়।
- ৩। মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা নির্ণয়।
- ৪। উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা রাখার বিষয়ে ক্রটি বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন।

গবেষণা পদ্ধতি

আমি মনোহরদী উপজেলার অবস্থিত উপজেলা নিবাহী অফিসারের অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বিভিন্ন মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাছাড়া উপজেলা বিষয়ক এ পর্যন্ত সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, অভিসন্দর্ভ এবং গবেষণা প্রবন্ধ সমূহের উপর একটা আলোচনা আমার প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মের অংশ। আমার গবেষণা কার্য আমি জরীপ পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করে আমি উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সরকারী কর্মকর্তা এবং জনগনের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে তারা বাস্তবে কতটুকু জড়িত থেকে উন্নয়নের গतिकে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে সে বিষয়ে জানতে সক্ষম হয়েছি।

গবেষণার ক্ষেত্র

গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে আমি ঢাকা থেকে ৮০ কিঃমিঃ দূরত্বে অবস্থিত মনোহরদী উপজেলাকে বেছে নিয়েছি। মনোহরদী উপজেলার পশ্চিম দিকে রয়েছে গাজীপুর জেলা, পূর্ব দিকে বেলাবো উপজেলা, উত্তর ও উত্তর পূর্বে কিশোরগঞ্জ জেলা, দক্ষিণে শিবপুর উপজেলা। মনোহরদী উপজেলার মোট আয়তন ১৯৫ বর্গকিলোমিটার। এখানে ইউনিয়ন রয়েছে ১১টি, গ্রামের সংখ্যা ১৩৬টি। এই উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩,৪৫,৯৪১ জন। এর মাঝে পুরুষ ২,৩০,০২৮ জন, স্ত্রীলোক ১,১৫,৯১৩ জন। এই উপজেলায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ১.২৮ একর। জনসংখ্যা অধিকাংশই কৃষিজীবী। মনোহরদী উপজেলার জনসংখ্যার ২১.৫২% শিক্ষিত। এই শিক্ষিত জনসংখ্যার ৬৫.৯৭% পুরুষ ও ৩৪.০২% স্ত্রীলোক।

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু

গবেষণা বিষয়টিকে আমি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছি। এই নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আমি উন্নয়ন ও গ্রাম উন্নয়নের ধারণা, বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা, উন্নয়ন ও আমলাতন্ত্র প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব, উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যবলী, উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সরকারী কর্মকর্তা ও জন প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কার্যবলী, উপজেলা বাজেট, উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে মনোহরদী উপজেলার উপর আলোচনা করেছি। মনোহরদী উপজেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া এ অধ্যায়ে রয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র। উন্নয়নের সাথে আমলারা কি পরিমাণে এবং কিভাবে জড়িত ছিল সে বিষয়ের উপর আলোচনা।

উপসংহারে উপজেলা ব্যবস্থার সমস্যা এবং আমলাতন্ত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

১। উন্নয়নের ধারণা

উন্নয়নের আভিধানিক অর্থ অনেকটা উদ্দেশ্যবাদী। এ উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণতা। বিশেষ কোন এক সময়ে সমাজ জীবন পরিপূর্ণ হবে অথবা সমাজ জীবনে তৈরী হবে সম্পূর্ণতা এটা অধিকাংশ লেখকই বিশ্বাস করেন না। R.K. Arare বলেন উন্নয়ন প্রশাসনের ছাত্ররা উন্নয়নকে দেখেন এই ভাবে “কোন সমাপ্তি পর্বের লক্ষ্য ব্যতীত কোন সমাজ এক পর্যায়ে থেকে অন্য পর্যায়ে রূপান্তরিত হলে সমাজের যে গতিশীল পরিবর্তন হয় তাই উন্নয়ন।”^১ golvn Montgemery উন্নয়নকে দেখেন “আকাঙ্ক্ষিত, সাধারণভাবে পরিকল্পিত আর সরকারী কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক পরিবর্তন।”^২

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়ন মতবাদ গুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমর্থক হিসাবে ধরা হত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি অর্থনীতিতে উৎপাদিত মোট দ্রব্য ও সেবা বৃদ্ধির হারকে বুঝায়। “চুইয়ে পড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন” নামে অভিহিত এ তত্ত্বে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে উৎপাদন বিতরণের প্রসঙ্গটি একেবারে উপেক্ষা করে শুধু মাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। অনুমান করা হয় যে, প্রবৃদ্ধির সুফল জনসাধারণের কাছে চুইয়ে পড়বে। মাথাপিছু জি. এন. পি (মাথাপিছু জি এন. পি = $\frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$) সূচকের সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের প্রয়াস নেয়া হয়। কিন্তু পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়ন অতিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একদিকে যেমন দরিদ্র রেখার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা বেড়েছে, অন্যদিকে ধনী হয়েছে অধিক ধনী। অর্থাৎ আপেক্ষিক দরিদ্র বেড়েছে।

বাস্তব ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হলেই উন্নয়ন হয় না। ক্যান্সার রোগে শরীরের কোন স্থানে মাংস বৃদ্ধি হতে পারে কিন্তু তা স্বাস্থ্য হানিকর।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মৌলিক চাহিদা' পূরণ সম্পর্কিত তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মৌলিক চাহিদা পূরণ মতবাদের সাথে জীবনের ভৌত মান সূচকের যে উদ্ভব হয় সংক্ষেপে তাকে P Q L I বলা হয় যে ৩টি সূচকের সমন্বয় গঠিত হলো তা হলো (১) এক বছর বয়সে মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (২) শিশু মৃত্যুর হার (৩) শিক্ষার হার। মরিস ভেভিভ নিম্নলিখিত অনুমানের ভিত্তিতে উপযুক্ত সূচক ৩টি নির্বাচন করেছেন তা হল :

- ১। প্রায় সব অবস্থায় মানুষ দীর্ঘ জীবন যাপন পছন্দ করে।
- ২। মানুষ কদাচিৎ তার শিশুদের মৃত্যু কামনা করে।
- ৩। শিক্ষার হার কার্যকর সামাজিক অংশগ্রহণের জন্য মানুষের ক্ষমতাবৃদ্ধি করে।^১

মাথাপিছু জি,এন,পি ও PQLI এর পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ক' টি দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ১টি উন্নত দেশ ও ৪টি উন্নয়নশীল দেশের জনগনের জন্য কালে গড় আয়ুষ্কাল, শিশু মৃত্যুর হার, শিক্ষার হার ১ নং সারণীতে উপস্থাপন করা হল।

সারণী - ১

দেশ	জন্মকালে গড় আয়ুষ্কাল (বছরে) (১৯৮৯)	শিশু মৃত্যুর হার (হাজারে জীবিত শিশুর হারে) (১৯৮৯)	শিক্ষার হার %
জাপান	৭৯	৪	৯৯
সৌদী আরব	৬৪	৬৭	৫০
শ্রীলঙ্কা	৭১	২০	৮৭
পাকিস্তান	৫৫	১০৬	২৬
ভারত	৫৯	৯৫	৩৬
বাংলাদেশ	৫১	১০৬	২৯

উৎস : World Development Report 1991, pp 204-205, 258-259.

জাপান (১৯৮৯) এর শিক্ষার হার, সৌদী আরব (১৯৮৬) এর পুরুষের শিক্ষার হার, শ্রীলঙ্কা (১৯৮৮) এর শিক্ষার হার এবং এবং পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশের (১৯৮৯) এর শিক্ষার হার দি ওয়ার্ড অ্যালমেনক এন্ড বুক অব ফ্যাক্টস্ ১৯৯১ থেকে নেয়া হয়েছে।

সারণী ২ এ উক্ত ৬টি দেশের মাথাপিছু জি.এন.পি ও PQLI এর দেয়া গেল। উল্লেখ্য, সারণী-১ উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে সারণী-২ তে মাথাপিছু জি.এন.পি ও PQLI এর ভিত্তিতে ৬টি দেশের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

সারণী-২

দেশ	মাথাপিছু জি. এন. পি (১৯৮৯ সালের মার্কিন ডলারে),	PQLI (১৯৮৯)
জাপান	২৩,৮১০	৯৯.০৫
সৌদি আরব	৬,০২০	৬০.১৬
শ্রীলংকা	৪৩০	৮৫.৫৮
পাকিস্তান	৩৭০	৩৭.৮১
ভারত	৩৪০	৪৬.৭০
বাংলাদেশ	১৮০	৩৪.৭৭

উৎস : World Development Report 1991, pp 204-205.

সারণী ২ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সৌদি আরবের জনগণের মাথাপিছু জি.এন.পি শ্রীলঙ্কার থেকে ১৪ গুণ বেশী। অপরদিকে PQLI এর মাপকাঠিতে সৌদি আরবের PQLI এর শ্রীলঙ্কার চেয়ে অনেক কম। ভারতের মানুষের মাথাপিছু জি.এন.পি পাকিস্তানের চেয়ে কম, অথচ PQLI এর মাপকাঠিতে ভারত পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে।

উন্নয়নকে পরিমাপের জন্য আরেকটি সূচক রয়েছে তা হল "মানব উন্নয়ন সূচক"। পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ ডঃ মাহবুব-উল-হকের নির্দেশনায় উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের একটি দল এই সূচক উদ্ভাবন করেছেন। প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদা সমন্বিত এই মাপকাঠির নাম "মানব উন্নয়ন সূচক" (Human Development Index, সংক্ষেপে HDI)

HDI তিনটি সূচক নিয়ে গঠিত ১। মানুষের গড় আয়ুস্কাল ২। শিক্ষার হার। ৩। ক্রয় ক্ষমতা (প্রকৃত মাথাপিছু জি.ডি.পি) একটি সমাজে বসবাসরত মানুষের কল্যাণ তার আয়ের মাত্রার উপর নয়, বরং; তার আয় কতখানি কাজে লাগানো হয় তার উপর নির্ভরশীল। কোন কোন দেশ যথা-কোষ্ঠারিকা, শ্রীলঙ্কা তাদের অপেক্ষাকৃত নিম্ন হারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানব উন্নয়ন অর্থাৎ মানুষের গড় আয়ুস্কাল, শিক্ষার হার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে লাগিয়েছে। অপরদিকে কোন কোন দেশ যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, সৌদীআরব তাদের উচ্চ আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার মানব উন্নয়নের কাজে লাগাতে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে।^৪ HDI এর ভিত্তিতে ৬টি দেশের শ্রেণীবিন্যাস সারণী-৩ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী - ৩

দেশ	HDI সাল
জাপান	০.৯৮১
সৌদি আরব	০.৬৮৭
শ্রীলঙ্কা	০.৬৫১
পাকিস্তান	০.৩০৫
ভারত	০.২৯৭
বাংলাদেশ	০.১৮৫

উৎস : Human Development Report 1992, p. 127-128.

জাতীয় আয় অথবা মাথাপিছু বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের যে ধারণা কল্পনা করা হয় তা বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের জন্য একটা অবাস্তব ধারণা। উন্নয়নশীল দেশে গত বিশ বছরে যে পরিমাণ মাথাপিছু আয় বেড়েছে সে পরিমাণে অধিকাংশ জনগণের উন্নয়ন হয় নাই। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হলেও এর বন্টন এত অসম হয়েছে যে, জনসংখ্যার অনেকাংশ জীবন সংগ্রামে অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ বছর আগে

তাদের ভাগ্যে যা জুটত এমন তার চেয়েও কম পাচ্ছে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুধা, অপুষ্টি, ব্যাধি,, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, অসাম্য প্রভৃতি বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি International Fund for Agricultural Department (IFAD) প্রকাশিত “The state of world Rural proverty” শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশের দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানরত গ্রামীণ মানুষের হার ১৯৬৫ সালে ৮৩% থেকে বেড়ে ১৯৮৮ সালে ৮৬% এ দাড়িয়েছে।

বাংলাদেশ সহ ৯টি এশিয়ান দেশের দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান গ্রামীণ মানুষের হার সারণী -৪ এ দেখানো হল।

সারণী - ৪

দেশ	দারিদ্র রেখার নীচে অবস্থানরত গ্রামীণ মানুষের শতকরা হার	
	১৯৬৫	১৯৮৮
বাংলাদেশ	৮৩	৮৬
চীন	৬	১৪
ইথিউপিয়া	৬৫	৪৩
ভারত	৫৩	৪২
মালয়েশিয়া	৫৯	২২
নেপাল	৬৭	৬১
পাকিস্তান	৪৩	২৯
শ্রীলঙ্কা	১৩	৪৬
থাইল্যান্ড	৫৬	৩৪

উৎস IFAD: The state of world rural proverty

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়ন অর্জনের নীতি ৩টি কারণে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তা হল :

১। দারিদ্র নিরসনের ক্ষেত্রে গভীর মনযোগ দেওয়া হয় নাই।

২। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সাথে সাথে বন্টনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

৩। সব সময় বিশ্বাস করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি অর্জিত হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।^৮

বস্তুতঃ বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নগরভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে না। কারণ, তাহলে উন্নয়নের সুবিধা দেশের গুটিকয়েক মানুষ ভোগ করবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগনের বাস তৃনমূল পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রামে। সুতরাং গ্রামের উন্নয়ন ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রামের মানুষের ক্ষুধা, অপুষ্টি, ব্যাধি, আশ্রয়হীনতা ওজনসংখ্যা বিস্ফোরণের হার দূরীকরণের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।

“গ্রাম উন্নয়নের” ধারণাটি অত্যন্ত সাম্প্রতিক। সাধারণ ভাবে গ্রাম উন্নয়ন বলতে বোঝায় গ্রামীণ জনগনের জীবন যাত্রার সকল স্তরের মান উন্নয়ন। গ্রামের দরিদ্র জনসমষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে তাদের মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু বন্টন, অংশ গ্রহন মূলক প্রতিষ্ঠান গঠন ও এসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন গ্রাম উন্নয়নের ধারণার সাথে জড়িত। গ্রাম উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা গ্রামীণ জনগণকে তাদের পরিপার্শ্বিকতার উপর নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা বৃদ্ধির নেতৃত্বে দেয়, সেই সাথে এরূপ নিয়ন্ত্রনের সুযোগ সুবিধাসমূহ ব্যাপক ভাবে বন্টিত হয়।^৯ এই পরিপার্শ্বিকতা হচ্ছে “রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভৌত পরিবেশ।” আর ক্ষমতা হলো রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হওয়ার সামর্থ। সুতরাং গ্রাম উন্নয়নের ধারণাটি ক্ষমতার কাঠামোর সাথে যুক্ত। Griffin গ্রাম উন্নয়নের তিনটি তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন।^৭ এগুলো হচ্ছে প্রযুক্তিগত, সংস্কারমূলক ও মৌলিক। প্রযুক্তিগত তত্ত্ব অনুযায়ী গ্রাম উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির কৌশলের সাথে জড়িত। সংস্কারমূলক

তত্ত্বে প্রবৃদ্ধির সাথে সমতার প্রশ্নটি জড়িত আর মৌলিক তত্ত্বে সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনবন্টনের কথা বলা হয়েছে।

Norman T uphaff এবং Milton Esman গ্রাম উন্নয়নের জন্য কয়েকটি আবশ্যিকীয় উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে সরকার ও জনগনের মিলিত বিনিয়োগ, গ্রামের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারী নীতি প্রনয়ন, কার্যকর প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, লাগসই প্রযুক্তি।

সাধারণত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথাঃ-

- ১। সামাজিক সেবামূলক, যেমন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিবার পরিকল্পনা।
- ২। ভৌত অবকাঠামো, যেমন সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- ৩। উৎপাদনমূলক, যেমন কৃষি শিল্প পশুপালন বন, মৎস্য শিল্প।

গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে নিম্ন স্তর থেকে সংগঠিত করা প্রয়োজন। একটি অংশগ্রহন মুখী প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় গ্রামীন দরিদ্র জনসাধারণের সুযোগ সৃষ্টি করে, তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন এবং স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণ ও বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রশাসনই নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। জনগণকে প্রশাসনের সাথে যুক্ত না করলে উন্নয়ন কর্মকান্ড সকল স্তরে সমভাবে গৃহীত হবে না এবং এর সুফল সকল স্তরের জনগনের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে না। এই জন্য প্রশাসনকে প্রত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত করা প্রয়োজন। প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ যাতে জনগনের কাছাকাছি যেতে পারেন সেজন্য গ্রাম অঞ্চলে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা আবশ্যিক। এর ফলে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সাধারণ জনগনের হাতে ন্যস্ত হতে পারে।

২. বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং এ অবস্থার প্রেক্ষিতে উপজেলা ব্যবহার
প্রয়োজনীয়তা।

তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশ অন্যতম। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এখানকার প্রকট সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র। ১,৪৩,৯৯৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। এই জনসংখ্যার ৮৭% গ্রামে বাস করে আর এই গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যার ৮০% ই দরিদ্র। গত দুই দশকে মাথাপিছু জাতীয় আয় দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পেলেও দারিদ্রমান সেই সময় হ্রাস পায় নাই। বাংলাদেশের মানুষের ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ১৯৬২-৬৩ সালে বতটুকু ভাল ছিল ১৯৮১-৮২ সালে তার চেয়ে খারাপ হয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে মাথাপিছু গড়পড়তা ক্যালরী গ্রহণের পরিমাণ ছিল ২৫৫ একক যা ১৯৭৪ সালে নির্ধারিত বিশ্বমান ২১২২ এককের উপর। ১৯৭৫-৭৬ সালে বিশ্বমানের নীচে নেমে ২০৯৪ এ দাড়ায়। ১৯৮১-৮২ সালে এর পরিমাণ দাড়ায় মাত্র ১৯৪৩ এককে আবার এই পরিমাণ ক্যালরি বাস্তবে সকলে পাচ্ছে না। খাদ্যের ন্যায় মৌল চাহিদা পূরনের ব্যর্থতা হতে স্বাস্থ্যহীনতা, উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকটি দেশের পুষ্টির তুলনামূলক চিত্র সারণী - ৫ এ দেখানো হল।

সারণী - ৫

	মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরির পরিমাণ	
	১৯৬৫	১৯৮৪
বাংলাদেশ	১৯৬৫	১৯২৫
নেপাল	১৮৮৭	২০৭৫
ভারত	২১০৩	২১০৪
পাকিস্তান	১৭৯৭	২২০০
শ্রীলঙ্কা	২১৬৪	১৩১৯
যুক্তরাষ্ট্র	৩২৩৬	৩৬৬৬

উৎস : World Development Report 1991 word Bank, oxford University press.

বাংলাদেশে মহিলা ও শিশুরা বিভিন্ন রোগ ও অপুষ্টির শিকার। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় সংক্রামক ব্যাধির কারণে বাংলাদেশে মৃত্যু ও অসুস্থতার হার অনেক বেশী। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ এবং তার অধিকাংশ জনগণ গ্রামে বাস করে এবং এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ গ্রামে জমির উপর পরছে। সরকারী ও বেসরকারী খাতে যথেষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠায় বেকারত্বের সমস্যা ভয়াবহ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার অন্যতম হাতিয়ার হল শিক্ষা। শিক্ষাই জনগণের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আর এই শিক্ষিত জনসম্পদের দ্বারা উন্নয়নের গतिकে ত্বরান্বিত করা যায়। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণ খুব পিছিয়ে আছে। জাপানে যেখানে শিক্ষার হার ৯৯%, শ্রীলঙ্কায় ৮৭%, ভারতে ৩৬% সেখানে বাংলাদেশের শিক্ষার হার ২৯%।

সুতরাং দেখা যায় বাংলাদেশের জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও জীবনমান্যায় অবস্থা অত্যন্ত করুন। মানব উন্নয়নের সূচক (HDI) এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের সাথে কয়েকটি দেশের তুলনা সারণী ৬ এর সাহায্যে দেখানো হলঃ

সারণী - ৬

দেশ	HDI এর মান
জাপান	০.৯৮১
সৌদি আরব	০.৬৮৭
শ্রীলঙ্কা	০.৬৫১
পাকিস্তান	০.৩০৫
ভারত	০.২৯৭
বাংলাদেশ	০.১৮৫

উৎস : Human Developed Report, P-1

বাংলাদেশের গণদারিদ্রের মূল কারণ সম্পদের উপর দরিদ্র জনসাধারণের অধিকারের অভাব। দরিদ্রতম মানুষের সম্পদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন ও উৎপাদনে তাদের অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস করা সম্ভব।^{১৯}

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের বাস গ্রামাঞ্চলে অথচ শহরাঞ্চলের মানুষ আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনেক দিক থেকে অনেক পশ্চাদপদ তার প্রধান কারণ উন্নয়নের সুফল তারা খুব কম ভোগ করে। তাই আমাদের দেশের গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত-গ্রামীণ জন সমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আমাদের অর্থনীতি গ্রাম নির্ভর, তাই জাতীয় উন্নয়নের প্রাথমিক এবং প্রধান ধাপ গ্রাম উন্নয়ন। এজন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়নমুখী প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এই লক্ষ্যে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। বৃটিশ শাসনামলেই থানা পর্যায়ে উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী পরিচালনার জন্য সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর পদ প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং পাকিস্তান আমলে মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর মাধ্যমে থানা পর্যায়ে প্রথম স্থানীয় সরকার গঠনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৭৬ সালে থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ থাকা স্বত্বেও থানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। যদিও এসব পদক্ষেপ উন্নয়নের লক্ষ্যেই গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এগুলো উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এজন্য প্রয়োজন হয়ে পরে থানা প্রশাসনের আমূল সংস্কার। এই পটভূমিতে ১৯৮২ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসন ব্যবস্থা ও উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাটি সাম্প্রতিক কালের বহুল আলোচিত বিষয় বিকেন্দ্রীকরণকে এমন একটি অবস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেখানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে কেন্দ্র থেকে প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত, বাস্তবায়িত ও মূল্যায়িত হয়। অর্থাৎ ক্ষমতা বন্টন ও বিপুঞ্জীকরণের মাধ্যমেই বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। বিপুঞ্জীভূত মাঠ প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত এবং ক্ষমতা বন্টন জড়িত স্থানীয় সরকারের সাথে^{২০}

বিকেন্দ্রীকরণের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সরকারের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রতিনিধি প্রেরণ ও আমলাতান্ত্রিক বিপুলীভূত করণ।

সম্প্রতি বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কৌশলে বিভিন্ন ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উদ্ভব ঘটে সমাজের সর্বস্তরের দরিদ্র দূরীকরণ ও মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র নির্ভর উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থতা ও সরকারী কার্যক্রমের জটিলতা এবং পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে। এটা সাধারণ ভাবে স্বীকৃত যে, উন্নয়নের সুফল সকল স্তরের মধ্যে সমভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচী পরিচালনা ও বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন এবং তাদেরকে লক্ষ্য রেখেই উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এটি সম্ভব হতে পারে স্থানীয় সরকারের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপর্নের মাধ্যমে।^{১১} উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গৃহীত উন্নয়ন কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উচ্চতর সামাজিক সেবায় দরিদ্রদের অধিকার বৃদ্ধি, সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের মৌলিক মানবিক চাহিদার সংস্থান। এ সমস্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসন ও উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ-

- ১। জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুত ও যথার্থ উন্নয়নের প্রেরণা সৃষ্টি করা।
- ২। স্থানীয়ভাবে পূরণ করা সম্ভব এমন সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য জাতীয় সরকারের উপর পছন্দীয় জনগণের নির্ভরশীলতা হ্রাস করা এবং এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের মধ্যে স্বনির্ভরতা বিকাশ সাধন করা।
- ৩। স্থানীয় সম্পদের সমাবেশ ঘটানো এবং অব্যাহত স্থানীয় সম্পদের পূর্ণ সদব্যবহার করা।

৪। সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় প্রকৃতির প্রকল্প সমূহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে জাতীয় সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ হ্রাস করা।

৫। পল্লী এলাকার উন্নয়ন।

৬। প্রশাসনকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া।

৭। সরকারী কর্মকর্তাদের স্থানীয় পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল করা।^{১২}

বস্তুতঃ বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গৃহীত হচ্ছে দরিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার জন্য আবশ্যিকীয় চাহিদা সমূহ পূরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে সার্বিক ক্ষেত্রে মান উন্নয়নের লক্ষ্যে। যেহেতু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে যুক্ত কাজেই ক্ষমতার সকল শ্রেণীর বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র ও পচাদপদ শ্রেণীর সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এ কারণেই রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে সকল শ্রেণীকে ক্ষমতায় সমভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের নীতি বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এর ফলে শুধু কেন্দ্র নয়, স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রশাসনকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং উপজেলাকে প্রশাসনের সর্বনিম্ন এককে পরিণত করা হয়েছে।

৩। আমলাতন্ত্র ও উন্নয়ন

আধুনিক রাষ্ট্রে ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে স্বীকৃত হয়েছে। আমলাতন্ত্র হল এমন এক প্রশাসন ব্যবস্থা যেখানে একদল পেশাজীবী ও স্থায়ী কর্মচারী যারা সুবিন্যস্ত সাংগঠনিক নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্র ও জনগণের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে। ম্যাক্স ওয়েবার “আদর্শ প্রকৃতির” আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-

১। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে পদক্রম নীতি অনুসরণ করা হয়।

২। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যকে অফিসের দৈনন্দিন কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট করে বন্টন করা হয়।

৩। উক্ত দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের স্থায়ীভাবে বন্টন করা হয়। আইনের মাধ্যমে তার সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।

৪। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিধি বর্তমান থাকে।

৫। আমলাতন্ত্র একটি দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী সংগঠন।

৬। নিরপেক্ষতা ও গোপনীয়তা আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

৭। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কর্মচারীদের অর্থের মাধ্যমে নিদৃষ্ট ভাতা প্রদান হয়।^{১০}

বর্তমানকালে রাষ্ট্রের পুলিশী চরিত্র নেই। বর্তমানকালে রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে ফলে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুসংখ্যক লেখক ও গবেষকের মতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক এলিটদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধিই হউক, তার নুতন নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই হউক অথবা জনশক্তির সৃষ্টি প্রয়োগই হউক সরকারের ব্যাপক অংশগ্রহণ ব্যতিত তা বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। নিরক্ষরতা দূরীকরণের সুসামঞ্জস্য আন্দোলন, শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত মূলক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার প্রভৃতি কার্যকরী করা সরকারের অংশগ্রহণ ব্যতিত সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে জোসেফ লা পেলোমবরা আমলাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে লিখেছেন, সাধারণ বিধি বিধান নির্ধারণ ও বেসরকারী উদ্যোগের জন্য কিছু মৌল সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা উন্নয়ন কর্মের প্রান্তরেখায় সীমিত রাখার দিন ফুরিয়েছে এবং আমলাতন্ত্র বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।^১ সমাজের জনশক্তি ও সম্পদের সৃষ্টি সংগঠনের মাধ্যমে সৃষ্টিধর্মী পদ্ধতি গুলোকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে স্পেস্কার ও অনুরূপভাবে বেসামরিক ও কর্মকর্তাদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মূলত: উন্নয়নমুখী প্রশাসনের আধুনিক ধারণার জন্ম হয়েছে এ মতবাদ ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে।

উন্নয়নমুখী প্রশাসনের উপর আস্থার পিছনে কতকগুলি কারণ রয়েছে তা হল-

১। বহু উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক রূপান্তর আনয়নের জন্য সরকারী কর্মকর্তাই হচ্ছেন একমাত্র নির্ভরযোগ্য সামাজিক অংশ।

২। অনেক সমাজে অগ্রগতি সাধনের উপযোগী “যে পেশাগত, কৌশলগত, উদ্যোগগ্রহণের সক্ষম” বিদ্যমান তার অধিকাংশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

৩। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারাই হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে আধুনিক অংশ আর এ অংশ অত্যন্ত সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ।

৪। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রশাসনিক কর্মকর্তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

উইডনার এর মতে “উন্নয়নমুখী প্রশাসন হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত উন্নয়নমূলক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক লক্ষ্যসমূহ পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক সংগঠনকে পরিচালিত করার পদ্ধতি।”^১ উন্নয়নমুখী প্রশাসন মূলত: লক্ষ্য ভিত্তিক কর্মসূচীভিত্তিক অবদানই তাকে উন্নয়নমুখী করে তোলে। উন্নয়নমুখী প্রশাসনে রুটিন বা ধরাবাধা গোছের কোন কার্যক্রম তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। উন্নয়নমুখী প্রশাসনের দু’টি দিক রয়েছে তা হল, উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর প্রশাসন ও প্রশাসনের উন্নয়ন আর এ দু’টি দিক পারস্পরিক সূত্রে আবদ্ধ। সকলক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য উন্নয়নমুখী প্রশাসনের কোন মডেল নাই, কারণ, উন্নয়নশীল সকলদেশের সমস্যাগুলি একইরূপ নয়। তাই উন্নয়নমুখী প্রশাসনের ভিত্তি স্বতন্ত্র আর নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য এর দক্ষতাই মূল কথা। তাই উন্নয়নমুখী প্রশাসন সনাতন বা গতানুগতিক প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর এ স্বতন্ত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এর কাঠামোর, এর কার্যবলীতে আর এর দৃষ্টিভঙ্গীতে।

মিলটন এসম্যানের মতে, উন্নয়নমুখী প্রশাসনের চারটি উপাদান রয়েছে (১) মৌলিক উপাদান (২) পরিচালনা মূলক (৩) সামাজিক পরিবর্তন (৪) রাজনৈতিক।^২

মৌলিক উপাদান - সরকারী পর্যায়ে নীতি নির্ধারন, নীতির জন্য সম্পদের বরাদ্দকরণ ও কর্মসূচী নিয়ন্ত্রন আর নিদিষ্ট খাতে পরিচালনা প্রভৃতি হচ্ছে উন্নয়নমুখী প্রশাসনের মৌলিক উপাদান। উন্নয়নমুখী প্রশাসনের মৌলিক উপাদানের দু'টি দিক রয়েছে। (১) কৌশলগত বা প্রায়োগিক (২) সামাজিক রাজনৈতিক।

১। কৌশলগত বা প্রায়োগিক দিক- ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ। কৌশলগত দক্ষতা আর এ কাজ সুচূড়াবে সম্পন্ন করতে হলে প্রশাসনিক এলিটদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলির

১। আনুমানিক আয়, উপভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ রঙানী, আমদানি, জনসংখ্যা, শ্রমশক্তির ভিত্তিতে আর্থিক, জনশক্তি ও অন্যান্য জাতীয় সম্পদের নিরিক্ষা ও জরীপ।

২। পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে এসব সম্পদের যাতে সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত হয়।

৩। লক্ষ্য অর্জনের জন্য উন্নয়ন নীতি পরিচালনা

৪। পরিকল্পনার কোন অংশে কেমন ফল লাভ হচ্ছে তার বিবরণী প্রকাশ ও মূল্যায়ন।

৫। পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনবোধে অন্যান্য পদ্ধতি বা কর্মসূচীর সুপারিশ।

উন্নয়নমুখী প্রশাসনের কৌশলগত দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক- উন্নয়নমুখী প্রশাসনের জন্য আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক আর তা হচ্ছে উন্নয়নের লক্ষ্য ও নীতি সম্পর্কে এক বাস্তবায়িতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন যেন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সমাজের অধিকাংশ জনগনের জন্য অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। অধিক উৎপাদনের সাথে সাথে

ন্যায়সম্মত বন্টন ও জনকল্যান কর্মসূচীও পরিচালিত হতে হবে। অন্যথায় 'সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা উপেক্ষা করে সঠিক অর্থনীতি গড়ে তুললেও কালে তা সঠিক হবে না কারণ তা কালক্রমে বিস্ফোরক রাজনীতির জন্ম দেয়।

সুতরাং প্রশাসনিক এলিটাদের কৌশলগত দিক হতেহবে সুদক্ষ আর জনগণের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ও সংবেদনশীল। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একদিকে হতে হবে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ, কৌশলগত দিকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পেশাগত দিকে সৎ আবার অন্যদিকে হতে হবে জনগণের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ও বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ।

পরিচালনা সংক্রান্ত উপাদান -পরিচালনা সংক্রান্ত উপাদানের মূল কথা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পরিচালনা কৌশলের উপযুক্ত প্রয়োগ, সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যেকটি প্রশাসনিক একককে গতিশীল রাখা ও শাসন ব্যবস্থাকে সুদক্ষ করার বিভিন্ন দিক রয়েছে। যথাঃ-

প্রথমত: উন্নয়নমুখী প্রশাসনের জন্য প্রয়োজন হয় নতুন নতুন সংগঠন, বহুসংখ্যক প্রশাসনিক একক বহুসংখ্যক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ প্রশাসক ও সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন সংস্থা।

দ্বিতীয়ত: যেহেতু উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবের ক্ষমতার সুষ্ঠু বিকাশ ও স্ফূরণ তাই প্রশাসনকে কাঠামোগত দিক থেকে এমনভাবে সুসজ্জিত হতে হবে যেন কর্মপ্রচেষ্টায় ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লব শুরু হয়। পীড়ামিডের ন্যায় সংগঠিত প্রত্যেকটি একক স্বল্প সম্পূর্ণ হয়ে নিজের আওতাধীন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং বিশেষ দায়িত্বসম্পন্ন কর্মকর্তা নিজের বিচার বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন।

তৃতীয়ত: অধীনস্থদের প্রতি আত্মহীনতার ভিত্তিতে ক্ষমতার বিপুল কেন্দ্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রন উন্নয়ন প্রচেষ্টার পক্ষে ভয়ানক মারাত্মক। উন্নয়নমুখী প্রশাসনের জন্য প্রশাসন ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন কেন্দ্রে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চারণ না হয় ও প্রান্তে পক্ষাঘাত দেখা না দেয় এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সর্বাধিক পরিমাণে সম্ভব হয়।

চতুর্থত: উন্নয়ন প্রশাসনে জনগণের প্রতি কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীলতার নীতি প্রবর্তিত হতে হবে। এ নীতির ভিত্তি হচ্ছে সরকারী ক্ষমতা একটি নাৎসী ক্ষমতা আর এর প্রয়োগ হতে হবে জনসমক্ষে।

সামাজিক পরিবর্তনগত উপাদান -উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সামাজিক পরিবর্তন অপরিহার্য। দু'টি পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে তা হল (১) প্রশাসক ও জনসাধারণের বিশেষ করে জনসমষ্টির যে অংশ প্রশাসকদের কাজের দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন তাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সর্বক্ষনিক যোগসূত্র স্থাপন। (২) প্রতিষ্ঠান গঠনের সার্থক প্রচেষ্টা গ্রহন করা দরকার।

উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীর ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে জনগণের অংশগ্রহন উন্নয়ন কর্মসূচীর চাবিকাঠি। কতগুলো কার্যক্রম রয়েছে যে ক্ষেত্রে জনগণের মানসিক অবস্থা ও আচরণের পরিবর্তন আনায়ন একান্ত প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু জনগণের মানসিক পরিবর্তনের জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিকট থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আদায় করার সামর্থ্য। ল্যান্ডের মতে, সামাজিক পরিবর্তনের এ অধ্যায় যা প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক মধ্যবর্তী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা, যাদের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবেন। উদাহরণ স্বরূপ, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকরা নিজেদের গ্রামে কোন সমবায় সংস্থার নিকট হতে কৃষির উপকরণ লাভ করলে এ যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

উন্নয়নমুখী প্রশাসনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল মানুষ প্রশাসনিক এলিট। প্রশাসনিক কর্মকর্তা যদি নতুনভাবে চিন্তা না করে অথবা নতুনভাবে যদি কার্য করিতে তিনি উদ্বুদ্ধ না হলে তাহলে সামাজিক পরিবর্তনের পথনির্দেশক হিসাবে তিনি আর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন না। তাই সর্বাগ্রে কর্মকর্তাকে প্রচলিত ধ্যান ধারণার রুদ্ধ আবহওয়া থেকে মুক্ত হতে হবে আর অতীতের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী শাসন ব্যবস্থার সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিকতার আলোকে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে।

রাজনৈতিক ভূমিকা-উন্নয়নমুখী প্রশাসনের রাজনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির অংশ তথাপি বলতে হবে সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। এর জন্য অপরিহার্য হচ্ছে সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থার। বন্টন ও অনুরূপ সমস্যা মূলত: রাজনৈতিক আর এ বিষয়ে নীতি নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক এলিটদের দ্বারা। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কতকগুলো কাঠামোগত, কার্যগত ও আচরণগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা সমাজ পরিবর্তন তথা ন্যায়সঙ্গত বন্টনের পথ রুদ্ধ করে দেয়। দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রণীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিস্তবান ও প্রভাবশীলদের স্বার্থ সিদ্ধি করবে।

এ প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, উন্নয়ন মূলক কার্যাবলীকে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অর্থপূর্ণ করে তুলতে হলে সমাজের রাজনৈতিক ক্ষমতায় দরিদ্র জনসাধারণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আদর্শগত অঙ্গীকার ও তাদের স্বচ্ছ উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি।

সংক্ষেপে উন্নয়নমুখী প্রশাসন হচ্ছে একটি লক্ষ্যভিত্তিক ও কর্ম চঞ্চল প্রশাসন ব্যবস্থা। গতানুগতিক প্রশাসন থেকে উন্নয়নমুখী প্রশাসনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কাঠামো, কার্যবলী ও দৃষ্টি ভঙ্গীর ক্ষেত্রে।, উন্নয়নশীল দেশে জাতিগঠন ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনই হচ্ছে উন্নয়নমুখী প্রশাসনের মৌল দায়িত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। ১৯৮২ সালের থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন অধ্যাদেশ।

"১৯৮২ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন" অধ্যাদেশ, ১৯৮২ ঘোষনা করা হয়। এ অধ্যাদেশ ৭ই নভেম্বর, ১৯৮২ থেকে কার্যকর করা হয়। অধ্যাদেশের আওতায় প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপ দেয়া হয় এবং থানা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমান অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি সদস্য (উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান) তিনজন মনোনীত মহিলা সদস্য, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান, সরকারী সদস্য এবং একজন মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলার প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করবে। উপরোক্ত অধ্যাদেশের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রায় ২০ জন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত রয়েছেন। একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাকে নির্বাহী কর্মকর্তাহিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে যে সব কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা পশুপালন কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সমাজ সেবা কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, মুন্সেফ, ম্যাজিস্ট্রেট, গণসংযোগ কর্মকর্তা, রাজস্ব কর্মকর্তা, ও, সি পুলিশ স্টেশান। উপজেলা আনসার ও ভি, ডি, পি কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জনসাধারণ উন্নয়ন প্রশাসনকে তাদের হাতের নাগালের মধ্যে পেল। এই অধ্যাদেশের ফলে প্রশাসন ও সরকারী অফিসারদের উপর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। প্রশাসন উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানের ও নিয়ন্ত্রনে চলে গেল।^{১৭}

২। উপজেলা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা।

একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রন কার্যাবলী ও আর্থিক ক্ষমতা নির্ধারণ ও কাঠামোগত রূপদান ইত্যাদি বিষয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে উপজেলার সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। নিম্নে কেন্দ্রীয় সরকার উপজেলা পরিষদের ব্যাপারে যে যে বিষয়ের উপর বিধান তৈরীর ক্ষমতা রাখেন তা দেয়া হলো :

- (ক) চেয়ারম্যান নির্বাচন এবং এতদসংক্রান্ত সকল বিষয়।
- (খ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ।
- (গ) পরিষদের পক্ষে চুক্তি সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ।
- (ঘ) পরিষদের কাজ সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ।
- (ঙ) পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুত ও প্রকাশিত সব রেকর্ড রিপোর্ট ও রিটার্ন সংক্রান্ত বিষয়।
- (চ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণ।
- (ছ) পরিষদের তহবিলসমূহ ও বিশেষ তহবিল সমূহের প্রশাসন, নিয়ন্ত্রন, সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ও ব্যবহার।
- (জ) বাজেট এবং এর সংগে সম্পর্কিত সকল বিষয়ের প্রস্তুতি ও অনুমোদন।
- (ঝ) তহবিল রক্ষণাবেক্ষন অডিট।

- (এ) পরিষদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষানাবেক্ষন হস্তান্তরের সংগে সংশ্লিষ্ট বিষয়।
- (ট) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় বিধান, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন।
- (ঠ) পরিষদের কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা যদি কোন অর্থ বা সম্পত্তি ক্ষতি, অপচয় বা আত্মসাতের জন্য দায়ী হন, তা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ।
- (ড) কর, হার, তোলা, ফি নির্ধারণ, সংগ্রহ ও প্রশাসন এবং এর সংগে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।
- (ঢ) পরিষদের কোন আদেশের বিরুদ্ধে কিভাবে এবং কার কাছে আবেদন জানানো হবে, সে বিষয়।
- (ণ) এ অধ্যাদেশের কোন বিষয় প্রয়োজনীয় মনে হলে আইনের মাধ্যমে তার সুপারিশ ও নির্ধারণ।^{১৩}

১৯৮২ সালের অধ্যাদেশের ৪৯ ধারা মতে উপজেলা পরিষদের কার্য বিধিমালায় সাথে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনে সরকার পরিষদের উপর সাধারণ তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ ঢালাতে পারবেন। জেলা প্রশাসক সময়ে সময়ে উপজেলা পরিষদ পরিদর্শন করে থাকেন। তা'ছাড়া সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এক বা একাধিক উপজেলা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। আর এই সব উপজেলায় ভ্রমন করে যে সব সমস্যাবলী চিহ্নিত করবেন সেগুলি সমাধানের জন্য উদ্যোগ নিবেন।

সরকার যদি মনে করেন যে, পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদের পক্ষে সম্পাদিত হতে পারে এমন কাজ আইনের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা জাতীয় নীতির পরিপন্থী, তা'হলে সরকার ঘোষণা দিয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে পারবেন :

- (ক) ঐ কার্য বিবরণী বাতিল করা।

(খ) পরিষদের গৃহিত প্রস্তাব বা আদেশের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখা।

(গ) সম্পন্ন করার প্রস্তাব নেয়া হয়েছে, এমন কোন কাজ স্থগিত করা।

(ঘ) নির্ধারিত কোন ব্যবস্থা নিতে পরিষদকে নির্দেশ দেওয়া।

সরকার নিজের উদ্যোগে কিংবা কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে সাধারণ পরিষদের কার্যাবলীর কিংবা পরিষদ সংক্রান্ত কোন বিশেষ বিষয়ে পরিষদের মধ্যে পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা দিয়ে তদন্ত করাতে পারেন এবং এ ধরনের তদন্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ মোতাবেক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এ ধরনের তদন্তের পর সরকার যদি মনে করেন যে, কোন পরিষদ ----

(ক) কর্তব্য পালনে অক্ষম বা ব্যর্থ কিংবা

(খ) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনায় বা আর্থিক দায় দায়িত্ব পালনে অক্ষম

(গ) অন্যভাবে ক্ষমতার বাড়াবাড়ি বা অপব্যবহার করেছে তাহলে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি

প্রকাশের মাধ্যমে পরিষদকে বাতিল, বাতিল ঘোষণা করতে পারবেন।

উপজেলা পরিষদের মধ্যে নির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রতিনিধি সদস্য ও মনোনীত সদস্য এবং ১২জন অফিসিয়াল সদস্য আছেন। তাদের ছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে আরও অনেক কর্মকর্তা আছেন যারা মূলতঃ উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি। উপজেলা পরিষদের নিজস্ব কর্মকর্তা বা কর্মচারী না থাকায় এটা এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। শুধু অফিসিয়াল সদস্য নয় মনোনীত সদস্যদের ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা রয়েছে। মনোনীত সদস্যদের মনোনয়ন দানের প্রস্তাব সরকারই চূড়ান্ত অনুমোদন দান করে থাকেন।

উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ মোতাবেক কার্যাবলী সম্পাদন করবে। এ ছাড়া সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পদও কার্যাবলী উপজেলা পরিষদ সম্পাদন করবে। কার্যাবলী সম্পাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে সরকার পরিষদকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ উন্নয়ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশমালা জারী করেছেন। উপজেলা পরিষদ এর উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্তে অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রায় পুরাপুরি নির্ভরশীল। অনেক উপজেলায় এখনও নিজস্ব উৎস থেকে উপার্জন শুরু হয়নি বা কোথাও কোথাও তা শুরু হলেও উক্ত আয়ের পরিমাণ খুবই সামান্য। উপরোক্ত কারনগুলো ছাড়াও উপজেলা পরিষদ অন্যান্য দিক থেকেও কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।”

৩। উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।

উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কাজ কর্মকে ২ভাগে ভাগ করা হয় যথা :

(১) সংরক্ষিত বিষয় (retained) (২) হস্তান্তরিত বিষয় (transferred)।

সংরক্ষিত (retained) বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :-

(১) দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার

(২) আয়কর, আবগারী ও আমদানী রফতানী শুল্ক, ভূমিকর, ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি কেন্দ্রীয় রাজস্ব

সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা।

(৩) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা।

(৪) রেজিস্ট্রেশন।

(৫) খাদ্যশস্যের মত জরুরী দ্রব্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থা।

- (৬) বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও বিতরণ।
- (৭) আস্তঃ জেলার সংযোগকারী সেচ প্রকল্প।
- (৮) কারিগরী শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা যেমনঃ কৃষি, কারিগরী, মেডিকেল শিক্ষা, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা।
- (৯) আধুনিক জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতাল।
- (১০) বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ন্যায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান।
- (১১) বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান।
- (১২) আস্তঃ জেলা এবং আস্তঃউপজেলা যোগাযোগ মাধ্যম সমূহ যেমন, ডাক, তার টেলিফোন, রেলওয়ে, যন্ত্রচালিত স্থল ও জলযান, মহাসড়ক, বেসরকারী বিমান চলাচল, বন্দর ও নৌ-চলাচল।
- (১৩) বন্য নিয়ন্ত্রন এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন।
- (১৪) সামুদ্রিক মৎস্য আহরন।
- (১৫) খনিজ সম্পদ উত্তোরন ও উন্নয়ন।
- (১৬) জাতীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ।

কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন উপরোক্ত নিয়ন্ত্রনমূলক কার্যাবলী ছাড়া উপজেলা পর্যায়ে প্রায় সকল ধরনের উন্নয়ন মূলক কার্যাবলী উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়।

হস্তান্তরিত (transferred) বিষয়গুলি হচ্ছে -

- (১) কৃষি (সম্প্রসারণ, সেবা, উপকরণ সরবরাহ)।
- (২) প্রাথমিক শিক্ষা।

- (৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, এম, এইচ সকল ধরনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনমূলক সেবা সহ)।
- (৪) পল্লী পানি সররাহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচী।
- (৫) পল্লী পূর্ত কর্মসূচী।
- (৬) কজের বিনিমময়ের খাদ্য কর্মসূচী।
- (৭) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ত্রান কর্মসূচী।
- (৮) সমবায় এবং সমবায় ভিত্তক পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড
- (৯) মৎস্য উন্নয়ন।
- (১০) গবাদি পশু উন্নয়ন।

উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির ফলে এর কার্যবলীর আওতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (১৯৮২) দ্বিতীয় তফসিল মনোনীত থানা তথা উপজেলা পরিষদের যেসব কার্যবলীর বর্ণনা দেয়া আছে তা নিম্নরূপ।

- ১) থানা পর্যায়ের সকল ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প প্রনয়ন বাস্তায়ন মূল্যায়ন ইত্যাদি।
- ২) ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন।
- ৩) ইউনিয়ন পরিষদের কাজকর্মে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান।
- ৪) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবার কল্যান কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া।
- ৫) প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজ।
- ৬) ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যান, সদস্যও সচিবদের প্রশিক্ষন।
- ৭) উপজেলার সরকারী নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- ৮) ডেপুটেশনের অধীন হস্তারিত বিষয়ের কর্মরত কর্মকর্তাদের কাজের তদারক নিয়ন্ত্রন ও সমস্বর সাধন।

- ৯) সমাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করা।
- ১০) কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান।
- ১১) উপজেলায় সমবায় আন্দোলন সম্ভ্রাসারণ ও বিকাশ।
- ১২) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জেলা পরিষদকে সহায়তা করা।
- ১৩) সকল পল্লী পূর্ত কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- ১৪) উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি কার্যক্রম জোড়দার।
- ১৫) শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের বিকাশ।
- ১৬) গবাদি পশু, মৎস চাষ, বন সম্পদ উন্নয়ন।
- ১৭) সরকার কর্তৃক নির্দৃষ্ট অন্যান্য কার্য সম্পাদন।^{২০}

৪। উপজেলায় কর্মরত জনপ্রতিনিধি এবং উল্লেখযোগ্য সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিম্নে দেওয়া হলঃ-

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হচ্ছেন পরিষদের প্রধান নির্বাহী। তিনি উপজেলার প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। পল্লী জীবনের বহুমুখী সমস্যা সমাধানের এবং পল্লী জনগনের ভাগ্যান্বয়নের যে গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের প্রধান পরিচালক হিসাবে কাজ করে। তিনি উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত ট্রান্স, রেট, টোল, ফি ও অন্যান্য পাওনা সংগ্রহ ও আদায় এবং উপজেলা পরিষদের পক্ষে সকল অর্থ গ্রহণ করবেন। পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমূদয় বিষয়ের সাথে তিনি জড়িত। পরিষদের তরফ হতে পরিষদের বিভিন্ন বিষয় ও কার্যম্পর্কিত প্রস্তাব ও প্রকল্পের ব্যাপারে উদ্যোগ ও প্রত্নতি তিনি গ্রহণ করবেন। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলার সব উন্নয়ন কাজের সমন্বয় সাধন করবেন। তিনি সব উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ের নীতিমালা প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। প্রকল্প চিহ্নিত করবেন এবং প্রকল্প গুলো নির্দিষ্ট বাস্তবায়ন, মনিটিং ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করবেন। কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনসহ তিনি কর্মসংস্থানমুখী কার্যক্রম সংগঠন ও জোরদার করবেন। প্রাথমিক শিক্ষার সৃষ্ট প্রশাসন ও পরিচালনা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এবং উপজেলার মধ্যে সরকারী নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

প্রতিনিধি সদস্যবৃন্দ

উপজেলার অন্তর্গত ইকনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হচ্ছেন উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য। পরিষদের সদস্যদের মধ্যেই তারাই সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন সক্রিয় সদস্য। পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাদেরকে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে তাদের দ্বারা নির্বাচিত তাদের মধ্য হতে একজন

পরিষদের সভায় সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করবেন। চেয়ারম্যান অপসারণের জন্য শুধুমাত্র প্রতিনিধি সদস্যই ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তাদের চারণক্ষমাংশ এ বিষয়ে একমত হলে চেয়ারম্যান অপসারিত হতে পারেন। শুধুমাত্র তারাই তাদের এক তৃতীয়াংশের অনুরোধক্রমে বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারেন। তারা সরকারী কার্যক্রমের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবেন এবং সরকারী নিয়ম কানুন পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলে তার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিবেন। তার বিভিন্ন এলাকা মূরে মূরে প্রয়োজনীয় জরীপ চালাবেন এবং কোথায় কোথায় কালভার্ট, রাস্তা, পুকুর ইত্যাদি নির্মাণ ও সংস্কার দরকার তা সনাক্ত করবেন। তারা পরিষদের সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন এবং প্রকল্প তদারকিতে অংশগ্রহণ করবেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হবেন প্রধান নির্বাহী এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট দায়ী থাকবেন। উপজেলা পরিষদের নীতি ও সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নে তিনি চেয়ারম্যানকে সহায়তা করবেন। তিনি উপজেলায় সকল বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় করবেন। একটা সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি উপজেলা পরিষদকে সহায়তা করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার ও অন্যান্য ও অন্যান্য অফিসার যেমন : উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (যারা উপজেলায় হস্তান্তরিত বিষয় নিয়ে কাজ করে) তাদের সহযোগীতা নিবেন। উপজেলা পর্যায়ে সব

উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজ তদারকিতে তিনি উপজেলা পরিষদের সহায়তা করবেন। উপজেলা রাজস্ব ও বাজেট প্রশাসন তিনি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

তিনি উপজেলা পরিষদের তদারকিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে কাজ করবেন। তিনি উপজেলা ও তার নিম্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কারিগরী ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী থাকবেন। তিনি সব ধরনের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে দায়ী থাকবেন। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সকল প্রশিক্ষণের বিষয়ে দায়ী থাকবেন। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সমস্যা ও কাজের অগ্রগতি ব্যক্তিগতভাবে অবহিত হবার জন্য নিয়মিত গ্রাম ও ইউনিয়নে পরিদর্শন যাবেন। তিনি তার অধীনের কর্মরত পরিদর্শক ও কর্মকর্তাবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ স্কুল এবং নির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন সমূহে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তাদের স্বাস্থ্যগত চাহিদা পূরণে সহায়তা করছেন কিনা তার নিশ্চয়তা বিধান করবেন। তিনি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। এ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে (ক) সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (খ) পরিবার পরিকল্পনা।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন। তিনি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য, শিক্ষা ও

উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী সংগঠিত করবেন। তিনি মাতৃমঙ্গল, শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচার্য কর্মসূচী ত্বরান্বিত করবেন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপজেলা পর্যায়ে মুখ্য প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আঞ্চলিক প্রকল্প কর্মকর্তার নির্দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সকল কাজ ও নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। সরেজমিনে স্কুল পরিদর্শন, তদারকি ও গন সংযোগের উদ্দেশ্যে তিনি মাসে পনের দিন গ্রামাঞ্চলে সফর করবেন এবং পাঁচ রাত সেখানে থাকবেন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের নির্দেশক্রমে কাজ করবেন। তিনি উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিকল্পনা পুস্তকের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কমিটির কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প নির্ধারনে সহযোগিতা করবেন। প্রত্যেকটি প্রকল্পের জন্য তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পরামর্শ দিবেন। তিনি ভি,জি, এফ,সি (ভলনারেবল গ্রুপ ফিডিং প্রজেক্ট) এবং প্রতিষ্ঠানিক ফিডিং কেন্দ্রের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট দায়ী থাকবেন।

উপজেলা অর্থ কর্মকর্তা

তিনি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে উপজেলার তহবিল পরিচালনায় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে সহযোগিতা করা এবং চেয়ারম্যানের অর্থ উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশক্রমে উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট প্রনয়নে সহযোগিতা করেন। উপজেলা পরিষদের বাজেট অনুমোদনের পর স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাই প্রদান করেন। উপজেলা তহবিল

থেকে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতে ব্যয়ের কর্তৃত্ব দানের ব্যাপারে চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দেন। তিনি উপজেলা অর্থ দফতরের সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করেন।

উপজেলা প্রকৌশলী

তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। তিনি জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা করবেন। বিশেষ ভাবে জাতীয় সরকারের কার্যক্রমে বিধিসম্মত ভাবে বাস্তবায়নে কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ রাখবেন। তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীর নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজের জন্য দায়ী থাকবেন। তিনি উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন মূলক কাজের রক্ষনাবেক্ষন এবং মেরামত ব্যয়ের হিসাব প্রনয়ন ও দাখিল করবেন। তিনি তার অধীনে উন্নয়নমূলক কাজের রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতের সামগ্রী সংগ্রহ ও মওজুদ রাখবেন এবং বিধি অনুযায়ী ও পদ্ধতিগত ভাবে স্টক হিসাবে রাখবেন। কার্যস্থলের অর্ডার বই, কাজের ডায়রী এবং কার্যস্থলের সামগ্রীর হিসাব রাখাহয়। তিনি উপজেলা পরিষদের কাজের তত্ত্বাবধান করবেন। তিনি উপজেলার সব নির্মাণ কাজ ও রক্ষনাবেক্ষন কাজে কারিগরী বিষয়ে উপজেলা পরিষদকে পরামর্শ দেবেন। উপজেলা পরিকল্পনা বই প্রনয়ন ও রক্ষনাবেক্ষন এবং তা যথাযথ ভাবে সংরক্ষনের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

৫। উপজেলা পরিষদ বাজেট

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর ৩৬ নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অর্থ বছর শুরু হবার আগে সে বছরের জন্য এর আনুমানিক জমা ও খরচের একটি স্টেটমেন্ট প্রনয়ন করে তা পরিষদের বিশেষ সভায় বিবেচনার জন্য সংখ্যাধিক্য ভোটে অনুমোদন করবেন। উপজেলা পরিষদ বাজেট বুলস, ১৯৮৪তে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের পূর্ববর্তী ৩০ মে জুনের মধ্যে এ বাজেট উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদনের কথা উল্লেখ আছে। পরিষদই এর বাজেট অনুমোদন করবে। এর পর থেকে এটাই পরিষদে বাজেট বলে উল্লেখিত হবে। এর একটা অনুলিপি সরকার ও ডেপুটি কমিশনারের কাছে পেশ করতে হবে। অর্থ বছর শুরু হবার আগে (৩০ শে জুনের মধ্যে) যদি কোন উপজেলা পরিষদ বাজেট প্রনয়ন বা অনুমোদন না করে তাহলে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ আর ব্যায়ের প্রয়োজনীয় স্টেটমেন্ট তৈরী বা সার্টিফাই করবে ও সার্টিফাই করা স্টেটমেন্ট পরিষদের সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য অনুমোদিত বাজেট বলে গন্য হবে। বাজেটের অনুলিপি পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সরকার বাজেট সংশোধন করতে পারবে এবং এ সংশোধিত বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলে গন্য হবে। অর্থ বছর শেষ হবার আগেই যে কোন প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বাজেট সংশোধন ও অনুমোদন করা যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ধারার শর্তাবলী মোতাবেক বাজেট সংশোধিত হবে।

উপজেলা পরিষদ প্রত্যেক বছরের জন্য ফরম 'খ' তে বাজেট তৈরী করবে এবং ফরম 'ক' তে এ বাজেটের সার সংক্ষেপ থাকবে। বাজেটের মোট দুটি অংশ থাকবে প্রথমাংশে রাজস্ব খাত এবং দ্বিতীয়াংশে উন্নয়ন খাত। বাজেটের 'খ' ফরমের প্রথমাংশে যে সব আয় ও ব্যয়ের উল্লেখ থাকবে তা রাজস্ব খাতে দেখানো হবে। অনুকূলভাবে 'খ' ফরমের দ্বিতীয়াংশে বর্ণিত আয় - ব্যয়সমূহ উন্নয়ন খাতে অন্তর্ভুক্ত হবে। ফরম 'খ' তে প্রদর্শিত আয় ব্যয়সমূহ পৃথক পৃথক খাতে দেখাতে হবে। সরকারী প্রয়োজনে পরিষদ ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন হবে তা যথাযথ খাতের শিরোনামের অধীনে পৃথকভাবে উল্লেখ করতে পারেন।^{২২}

ফরম 'ক'
বাজেট সার-সংক্ষেপ

প্রথমাংশ	রাজস্ব খাত		
	রাজস্ব		
জমা	অনুদান		
	মোট জমা		
কর্তন :	রাজস্ব ব্যয়		
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)		
দ্বিতীয়াংশ - উন্নয়ন খাত			
	উন্নয়ন অনুদান		
	অন্যান্য অনুদান ও মোট (খ)		
	মোট প্রস্তব্য সম্পদ (ক+খ)		
	কর্তন : উন্নয়ন ব্যয়		
	সর্বসাকুল্যে বাজেটের উদ্বৃত্ত/ঘাটতি		

ফরম 'খ'
উপজেলা পরিষদের বাজেট
সন-----
প্রথমাংশ রাজস্ব খাত

প্রাপ্ত খাত সমূহ	আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ ১৯৮-১৯৮	চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বরাদ্দ	বিগত বছরের প্রকৃত আয় ১৯৮-১৯৮
------------------	--	--	-------------------------------------

<p>১. আয়ের উৎস</p> <p>ক) জলমহালের ইজারা বাবদ অর্থ</p> <p>খ) হাট বাজার ও ফেরী ইজারা বাবদ অর্থ</p> <p>গ) পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত লাইসেন্সে ও পারমিটের ফি</p> <p>ঘ) পরিষদ কর্তৃক পদ ও সেবা ও সুবিধাদির উপর টোল</p> <p>২। সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে পদ ও অন্য যে কোন কর বা ফি উৎস হতে প্রাপ্ত</p> <p>৩। নিম্নোক্ত হতে আয়সমূহ</p> <p>ক) বিনিয়োগ হতে মুনাফা</p> <p>খ) পরিষদের ব্যবস্থাপনার অধীনে বা পরিষদের উপর ন্যস্ত সমাপ্তি হতে খাজনা</p> <p>গ) সিকুরিটি বাবদ শিক্ষা লব্ধ অর্থ</p> <p>ঘ) অন্যান্য আয়।</p> <p>৪। নিম্নোক্ত হতে প্রাপ্ত অনুদান (অনুন্নয়ন)</p> <p>ক) সরকারী</p> <p>খ) অন্যান্য কর্তৃক</p> <p>৫। বিবিধ</p> <p>মোট আয় (বাজার খাত)</p>			
---	--	--	--

প্রথমাংশ --রাজস্ব খাত

ব্যয়

ব্যয়ের বিবরণ	আগামী বছরের ১৯৮-১৯৮ বাজেট বরাদ্দ	বর্তমান বছরের ১৯৮-১৯৮ বাজেট বরাদ্দ	বিগত বছরের ১৯৮-১৯৮ প্রকৃত ব্যয়
১। সাধারণ প্রশাসন			

<p>ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের</p> <p>বেতন ও ভাতা</p> <p>১। পদবিদ কর্মচারী</p> <p>২। অনিত খরচ (সরকারী কর্মচারী সংক্রান্ত)</p> <p>খ) অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয়</p> <p>২। অনিত খরচ (সরকারী কর্মচারী সংক্রান্ত নয়)</p> <p>৩। কর আদায় বাবদ ব্যয়</p> <p>৪। যিনিয়োগ</p> <p>৫। অন্যান্য ব্যয়</p> <p>ক) আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা</p> <p>খ) রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা মোট ব্যয়</p> <p>(রাজস্ব খাত)</p>			
--	--	--	--

দ্বিতীয়াংশ - উন্নয়ন খাত
আয়

আয়ের বিবরণ	আগামী বছরের ১৯৮-১৯৮ বাজেট বরাদ্দ	চলতি বছরের ১৯৮-১৯৮ বাজেট সংশোধিত বরাদ্দ	বিগত বছরের ১৯৮-১৯৮ প্রকৃত আয়
১। উন্নয়ন খাতে সরকারী অনুদান			

ক) সরকারী খ) অন্যান্য উৎস হতে ২। বেচ্ছানুলক দান ৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত			
মোট আয় (উন্নয়ন খাতে)			

দ্বিতীয়াংশ - উন্নয়ন খাত
ব্যয়

	আগামী বছরের ১৯৮-১৯৮ বাজেট বরাদ্দ	চলতি বছরের ১৯৮-১৯৮ বাজেট বা সংশোধিত বরাদ্দ	বিগত বছরের ১৯৮-১৯৮ প্রকৃত আয়
১। কৃষি ২। শিল্প ও কুটির শিল্প ৩। ভৌত অবকাঠামো ৪। আর্থ সামাজিক অবকাঠামো ৫। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি ৬। বিবিধ ৭। স্থিতি জের			

৬। উপজেলা পরিষদের তহবিল গঠন-

১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ এবং উজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রত্যেকটি উপজেলা পরিষদের অধীনে একটি তহবিল থাকবে যা উপজেলা পরিষদ তহবিল নামে আখ্যায়িত হবে। নিম্নোক্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত টাকা উক্ত তহবিলের এখতিয়ারে থাকবেঃ-

১। অধ্যাদেশের অধীনে পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল করসমূহ রেট, তোলা, ফি, অন্যান্য চার্জসমূহ।

২। পরিষদ কর্তৃক দেয় অথবা নিজস্ব ব্যবস্থাপনার ভাড়া ও লাভসমূহ।

৩। অধ্যাদেশের অধীনে অথবা স্বল্পকালীন মেয়াদে কর্বকর যে কোন আইনের বলে পরিষদের কার্যবলী সম্পাদনার্থে গৃহীত অর্থাৎ।

৪। ব্যক্তি বিশেষের অথবা প্রতিষ্ঠানিক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দেয় দানসমূহ।

৫। পরিষদের ব্যবস্থাপনার অধীনে সমস্ত ট্রাষ্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

৬। সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে দেয় অনুদান

৭। বিনিয়োগকৃত মুনাফা।

৮। এই রূপ কোন উৎস থেকে আগত অর্থাৎ যা সরকার পরিষদ তহবিল জমা দানে নির্দেশ দান করবেন।

পরিষদ তহবিল সংরক্ষন অথবা বিনিয়োগকরন এবং বিশেষ তহবিল গঠনঃ-

১। পরিষদ তহবিলের অন্তর্গত সমস্ত অর্থ সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিতে হবে অথবা এমন কোন

ব্যাংকে যা সরকারী ট্রেজারীর কাজকর্ম পরিচালনা করছে অথবা সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী নির্দেশ মোতাবেক।

২। নির্দেশ মোতাবেক পরিষদ প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে।

৩। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে পরিষদ নিজেই অথবা সরকার আলাদা ভাবে তহবিল সৃষ্টি ও পরিচালনা করতে পারবে কিন্তু তা অবশ্যই বিধি মোতাবেক হতে হবে।^{১০}

৭। পরিষদ তহবিলের যথাযথ ব্যবহার

নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিষদ তহবিল ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবেঃ-

প্রথমত : পরিষদ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান বাবদ ;

দ্বিতীয়ত : অধ্যাদেশের অধীন পরিষদের উপর অর্পিত (চার্জ) খরচ প্রদান বাবদ ;

তৃতীয়ত : অধ্যাদেশ অথবা এমন কোন স্বল্প কালীন মেয়াদে প্রবর্তিত আইনের দ্বারা পরিষদ

তহবিলের উপর আরোপিত দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা নিষ্পন্ন করার জন্য দেয় অর্থাদি।

চতুর্থত : যে সমস্ত খরচ সরকারী ঘোষণায় পরিষদ তহবিলের উপর বার্তায়/আরোপিত খরচাদি।

১। পরিষদ তহবিলের উপর আরোপিত নিম্নোক্ত খরচাদি যেমন পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত যে কোন সরকারী চাকুরে যিনি তথায় চাকুরী করেছেন অথবা করে আসছেন তাকে দেয় সকল অর্থাদি।

২। সরকারী নির্দেশক্রমে নির্বাচনী খরচ, হিসাব নিরীক্ষা খরচ এবং এ ছাড়া সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দিষ্টকৃত খরচ।

৩। যে কোন কোর্ট অথবা ট্রাইবুনাল যদি পরিষদের বিরুদ্ধে কোন দন্ডদেশ, ডিগ্রী অথবা এওয়ার্ড প্রদান করে তার জন্য কোন অংকের অর্থ।

৪। সরকার কর্তৃক অনুরূপভাবে ঘোষিত দেয় খরচাদি। পরিষদের উপর আরোপিত কোন খরচ যদি প্রদান করা না হয় তাহলে সরকারের নির্দেশে মাধ্যমে যার অধীনে এই তহবিলের ন্যাস্ত থাকে সে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে অথবা পরিষদ তহবিলের উদ্ধৃত অর্থ থেকে যতটুকু সম্ভব ততটুকু কিস্তিতে পরিশোধ করতে আদেশ দিতে পারেন।^{১১}

৮। উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

শাসনতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সুফল জনগণের দৌর গোড়ায় পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য সরকার ৪৬০টি উপজেলা সৃষ্টি করেন। উপজেলা গুলি হবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র। জনগণের কল্যাণার্থে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিবিধে গণমুখী প্রকল্প সমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য।

৮.১ উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম উপজেলা পরিষদের অংশগ্রহণ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত হতে পারে।

১। উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ও স্থানীয়ভাবে যোজিত সম্পদের সাহায্যে উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তরিত বিষয়াদির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উন্নয়ন তৎপরতা।

২। বর্তমানে জাতীয় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত কিছু কিছু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ধীন প্রকল্প অথবা তার বিভক্তিয়োগ্য অংশ আর্থিক বরাদ্দসহ বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে উপজেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত হবে।

৩। জাতীয় সরকার ও উপজেলা পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত হবে এমন কিছু উন্নয়ন পরিকল্পনাধীন প্রকল্প।

৪। জাতীয় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত কিছু বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাধীন প্রকল্প সমাপ্তির মরে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক রক্ষিত হবে।**

৮.২ উপজেলা পরিষদ তহবীলে উন্নয়ন জমা

১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনিক গুনবিন্যাস অধ্যাদেশের ৩২ ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ তহবিল গঠিত হবে। এই তহবিল প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত যথা-

১। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব জমা

২। উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন জমা।

স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে ও তত্ত্ববধানে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে উপজেলা পরিষদ সমূহকে উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী প্রদানকল্পে নিয়জিত থেকে বরাদ্দের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকার পদও এই মঞ্জুরী উপজেলা পরিষদের স্বীয় রাজস্ব উদ্ধৃৎ এবং অন্য কোন সূত্র যেমন স্থানীয় অনুদান ইত্যাদি হইতে উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে উপজেলা উন্নয়ন জমা সাধিত হইবে। সংক্ষেপে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন জমার উৎস নিম্নরূপ হইবে-

১। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এ.ভি.পি) মাধ্যমে জাতীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী।

২। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব জমা হইতে উদ্ধৃৎ।

৩। স্থানীয় অনুদান।

৪। উন্নয়ন কাজের জন্য অন্য কোন কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ [জাতীয় পর্যায়ের গৃহীত প্রকল্প বিভাজ অংশের জন্য প্রাপ্ত অর্থ ব্যতিরেকে)^{১১}

৮.৩ উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ কালে উপজেলা পরিষদের লক্ষণীয় বিষয় সমূহঃ

১। চলতি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতিফলিত জাতীয় সরকারের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার সমূহকে প্রাধান্য দিতে হবে।

২। উপজেলা পরিষদ সনূহ কেবলমাত্র সেই সকল প্রকল্প গ্রহণ করিবে যাহার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সমাজের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব এবং যে সকল প্রকল্প জাতীয় কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

৩। উপজেলা সমূহ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার স্বার্থে এমন সকল প্রকল্প গ্রহণ করিবে যাহা দ্রুত ফল প্রসূ।
মুদ্রাস্ফীতিরোধক এবং স্বল্প সময়ে বাস্তবায়ন সম্ভব অর্থাৎ যাহার বাস্তবায়ন দুই বৎসরের অধিক নহে। উপজেলা
পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মোট ব্যয় সাধারণত কোন এক বৎসর মোট অর্থ বরাদ্দের দ্বিগুনেরও
বেশী হইবে না।

৪। দুস্ত্রাপ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য উপজেলা পরিষদ সমূহ খুব বড় আকারের প্রকল্প
গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে সাধারণত: সর্বাধিক জনগণের কল্যাণ সাধনে সক্ষম ছোট ছোট উপযুক্ত প্রকল্প
গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয় এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উপজেলা পরিষদ সমূহ প্রকল্প নির্বাচনের সময় নিম্নোক্ত শর্তাবলী
পালন করবে।

(ক) কেবলমাত্র সেই সকল প্রকল্পই গ্রহণ করিতে হবে যা দুই বৎসরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

(খ) কোন একটি প্রকল্পের ব্যয় বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্গত কোন একটি বিশেষ খ্যাতির জন্য
বরাদ্দকৃত অর্থের এক তৃতীয়াংশে বেশী হবে না।

৫। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদ সমূহ স্বকর্ম সংস্থাপন ও উপার্জন বৃদ্ধি মূলক তৎপরতাসহ কর্ম
সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব প্রদান করিবে।

৬। হাট বাজার সমূহই দেশের পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন এর প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে এই হাট বাজার
সমূহের উন্নয়নের জন্য জাতীয় কর্মসূচীতে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকল্প নেই।

তদ্ব্যবধানে বাস্তবায়ন করা হইবে এবং উপজেলা পরিষদ সমূহে বিদ্যমান জনশক্তির সর্বোত্তম
সদ্ব্যবহার করতে হইবে। কর্মচারী নিয়োগের বিষয়ে অবশ্যই সংযম পালন করতে হবে। বর্তমান অবস্থার
নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগের পরিবর্তে উপজেলা পরিষদসমূহকে নৈমিত্তিক ও মাস্টারগোলভুক্ত

কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। মৎস্য চাষের জন্য মজাপুকুর খনন, উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ধরনের যে সমস্ত প্রকল্প উপজেলা পরিষদ বাস্তবায়ন করা উপযুক্ত বিবেচনা করে উহা সাধারণত সমবায় সমিতি সমূহের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৭। যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্ভর করে নির্ভরযোগ্য ও উন্নতমানের পরিসংখ্যানের উপর উপজেলা পরিষদসমূহ যদি উহাদের এলাকা সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক জরীপ ও সমীক্ষাসমূহ পরিচালনা করে তবে উহা অধিকতর তথ্যসমূহ হবে। উহার ফলে উন্নয়ন জমা পরিকল্পিত ও কার্যকর সদ্যবহার নিশ্চিত এবং এলোমেলো বা অবিন্যস্ত বিনিয়োগসমূহ পরিহার করা সম্ভব হবে। অতএব, এই উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের মান উন্নয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ সমূহ উহাদের নিজ নিজ এলাকামুক্ত হাট বা বাজার সমূহের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। এই কেন্দ্রসমূহকে যে কেবলমাত্র বাণিজ্য কেন্দ্র, গুদাম ও সরবরাহ সম্বলিত ক্রয় বিক্রয়ের স্থান হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহা নহে বরং জনবসতি ও সামাজিক বিকাশের কেন্দ্রস্বরূপে উহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৮। পল্লী এলাকার রাস্তাঘাট বিশেষতঃ বিভিন্ন উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন এবং ছোট ছোট সেতু কালভাট প্রকৃতি নির্মাণের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে হইবে।

৯। জাতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের সম্পূর্ণ কিংবা পরিপূর্ণ হিসাবে কাজ করে উপজেলা পরিষদসমূহ সেই ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করবে। এই ধরনের পদক্ষেপ দ্রুত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে জাতীয় প্রচেষ্টাকে জোরদার করবে।

১০। উপজেলা পরিষদে উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ বিশেষতঃ নির্মাণ কার্যবলী সাধারণত ঠিকাদারের মাধ্যমে এবং প্রয়োজনবোধে একটি প্রকল্প কমিটির তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হইবে। মৎস্য চাষের জন্য মজাপুকুর খনন,

উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ধরনের যে সমস্ত প্রকল্প উপজেলা পরিষদ বাস্তবায়ন করা উপযুক্ত বিবেচনা করে উহা সাধারণতঃ সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

১১। যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্ভর করে নির্ভরযোগ্য ও উন্নতমানের পরিসংখ্যানের উপর। উপজেলা পরিষদসমূহ যদি উহাদের এলাকা সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক জরীপ ও সমীক্ষাসমূহ পরিচালনা করে তবে উহা অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ হইবে। ইহার ফলে উন্নয়ন জমা পরিকল্পিত ও কার্যকর সদ্যবহার নিশ্চিত এবং এলোমেলো বা অবিন্যস্ত বিনিয়োগ সমূহ পরিহার করা সম্ভব হইবে।

১২। কোন কোন ক্ষেত্রে সেচ প্রকল্পের অধীনে পানি পরিবহন করার জন্য সেচ নালা নির্মাণ করার প্রয়োজন অনুভব হইতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে শুধু সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিবর্গই সরকারী ব্যয়ে উপকৃত না হইয়া যাহাতে ইহা সঠিকভাবে সকলের জন্য সমভাবে উপকারের সূত্র হয় তজ্জন্য প্রকল্পের খরচ দ্বারা এই জাতীয় সেচ নানা বলিতে প্রধান নানা শুধু কামান্ড এরিয়া বৃদ্ধিকল্পে নির্মাণ করা যাইবে।

১৩। উপজেলা পরিষদে বার্ষিক কার্যাবলীর প্রতিবেদন জনগণের অবগতির জন্য ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে প্রকল্পের নাম, খাত, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকল্প ব্যয়, অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত দক্ষ শ্রম দিবস, কাজের গুণগত মান ইত্যাদি উল্লেখিত থাকবে। ইহার অনুলিপি পরিকল্পনা কমিশন, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসনকে দিতে হবে।^{১৭}

৮.৪ জাতীয় সরকার কর্তৃক উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর বরাদ্দকৃত থেকে অর্থ বরাদ্দের নীতি-

জাতীয় সরকার কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সমূহকে প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর বরাদ্দকৃত থেকে অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ নিম্নোক্ত নীতি অনুসারে বন্টন করবে।

১। জনসংখ্যা ৪০%

২। আয়তন ২০%

৩। অনগ্রসরতা ২০%

৪। কর্মতৎপরতা ২০%

যে সকল উপজেলায় জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার তাদের জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ কর্মতৎপরতার মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য মাত্রার মধ্যে রাখিতে সক্ষম হবে সেই সকল উপজেলা পরবর্তী বৎসরে জনসংখ্যার উপর নির্ধারিত ৪০% হারে মঞ্জুরী পাইবে। অন্যথায় এই হার ৫% কমিয়ে যাইবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে উপজেলা পরিষদের জন্য উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী বাবদ থেকে বরাদ্দ অনুমোদিত হবার পর পরই স্থানীয় সরকার বিভাগ এই মঞ্জুরীর অর্থ এই নির্দেশমালার নীতি অনুযায়ী উপজেলা পরিষদসমূহের মধ্যে বন্টন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং দুইটি পৃথক কিস্তিতে উক্ত অর্থ উপজেলা সমূহের নিকট ছাড় করিবেন।^{২৫}

৮.৫ বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা খাত

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য পাঁচটি খাত চিহ্নিত হয়েছে যথাঃ (ক) কৃষি, সেচ ও শিল্প (বিশেষ করে কুটির শিল্প) (খ) বস্তুগত অবকাঠামো (গ) আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো (ঘ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি (ঙ) বিবিধ কার্যাবলী বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচী (এ. ইউ. ভি.পি) এর অন্তর্গত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর একটি খাতওয়ারী বরাদ্দের অনুসরণীয় পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হইল-

বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারী বরাদ্দ পদ্ধতি নিম্নরূপ :

খাত	উন্নয়ন জমার ন্যূনতম অংশ	উন্নয়ন জমার সর্বোচ্চ অংশ
<p>কৃষি, সেচ, শিল্প</p> <p>(ক) কৃষি ও সেচ : নিবিড় শস্য কর্মসূচী, প্রদর্শনী খামাব, বীজ কর্মসূচী, পুকুর খনন, মজা পুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্য খামার, পথপার্শ্বে বৃক্ষ রোপনসহ সামাজিক বন উন্নয়ন এবং ফলমূল ও শাক-সজীর চাষ, হাঁস-মুরগীর ও গবাদী পশুর উন্নয়ন, জন নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বণ্যা নিরোধন বাধ এবং ক্ষুদ্র সেচ কাঠামো।</p>	১৫%	২৫%
<p>খাত</p> <p>খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ওয়ার্কসপ কর্মসূচী, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয় সৃষ্টিকারী কর্মতৎপরতা ইত্যাদি বস্ত্রগত অবকাঠামো।</p> <p>গ) পরিবহন ও যোগাযোগ : রাস্তা নির্মাণ, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, ছোট ছোট সেতু কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ, পূর্ণঃ নির্মাণ ও উন্নয়ন।</p> <p>ঘ) গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্রগত পরিকল্পনা : হাট ও বাজার, গুদামজাত করণের সুযোগ সুবিধা, কমিউনিটি সেন্টার, পল্লী পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা স্বল্প ব্যায়ে পায়খানা নির্মাণ প্রকৃতি।</p>	উন্নয়ন জমার ন্যূনতম অংশ	উন্নয়ন জমার ন্যূনতম অংশ
<p>আর্থ-সামাজিক আবকাঠামো</p> <p>ঙ) শিক্ষার উন্নয়ন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাভবন, খেলার মাঠ, শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন।</p>	৫%	১০%
<p>চ) স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ : স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, শিল্প, যুবক ও মহিলা কল্যাণ সহ সমাজ কল্যাণ কার্যাবলী।</p>	১৭.৫%	৩০%
<p>ছ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি: খেলাধুলা, ক্রীড়া, সংস্কৃতির তৎপরতা প্রকৃতির উন্নয়ন।</p>	১০%	১৭.৫%
<p>জ) ইউনিয়ন পর্যায়ে পল্লীপূর্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে অনুদান।</p>	৫%	১২.৫%
<p>ঝ) বিবিধ কার্যাবলী : জন ও নৃত্য রেজিস্ট্রীকরণ সংক্রান্ত কার্য, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্য।</p>	৯.৫%	১৫%
	২.৫%	৭.৫%
	৫%	৭.৫%
	২.৫%	৫%

৮.৬ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও অনুমোদন পদ্ধতি :

উপজেলা পরিষদসমূহ যে সকল প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে উহাদিগকে অবশ্যই উপজেলার পরিকল্পনার সার্বিক কাঠামোর অন্তর্গত হইতে হইবে। উপজেলা পরিষদ সমূহ উহাদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃকক্ষরূপে কার্য করিবে। প্রত্যেকটি প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত উপজেলা পরিষদের বৈঠকের মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত হইবে। মতৈক্যের অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য হইবে। উপজেলা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত অফিসার গণ আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ ও কারিগরী পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন কিন্তু ভোট দিতে পারিবেন না। উন্নয়ন প্রকল্প পদ্ধতি ও চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের একটি। প্রকল্প বাছাই কমিটি থাকিবে নির্বাচিত সদস্য ও সরকারী কর্মকর্তাসহ এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ জনের অধিক হইবে না। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকল্প চিহ্নিতকরণের ও বাছাইকরণের স্তরে এই কমিটির সদস্যগণ প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে যাইবেন এবং উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সদস্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহ্বান করিয়া তাহাদের উপস্থিতিতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি পরীক্ষা ও বাছাই করিবেন। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কারিগরী বিশ্লেষণের কার্য সম্পাদন করিবার জন্য উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনবোধে পরিষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে কিংবা সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করিতে পারে। উপযুক্ত প্রকল্পসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং উহার সঞ্চয়বহর নিশ্চিত করিবার জন্য উপজেলা পরিষদসমূহ পূর্ব হইতেই এই ধরনের প্রকল্প সমূহের তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮.৭ প্রকল্প বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান মূল্যায়ণ ও রিপোর্ট :

কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে উপজেলা পরিষদ, সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে একজন কর্মকর্তাকে নিযুক্ত/মনোনীত করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এনরূপে নিযুক্ত প্রকল্প কর্মকর্তাকে

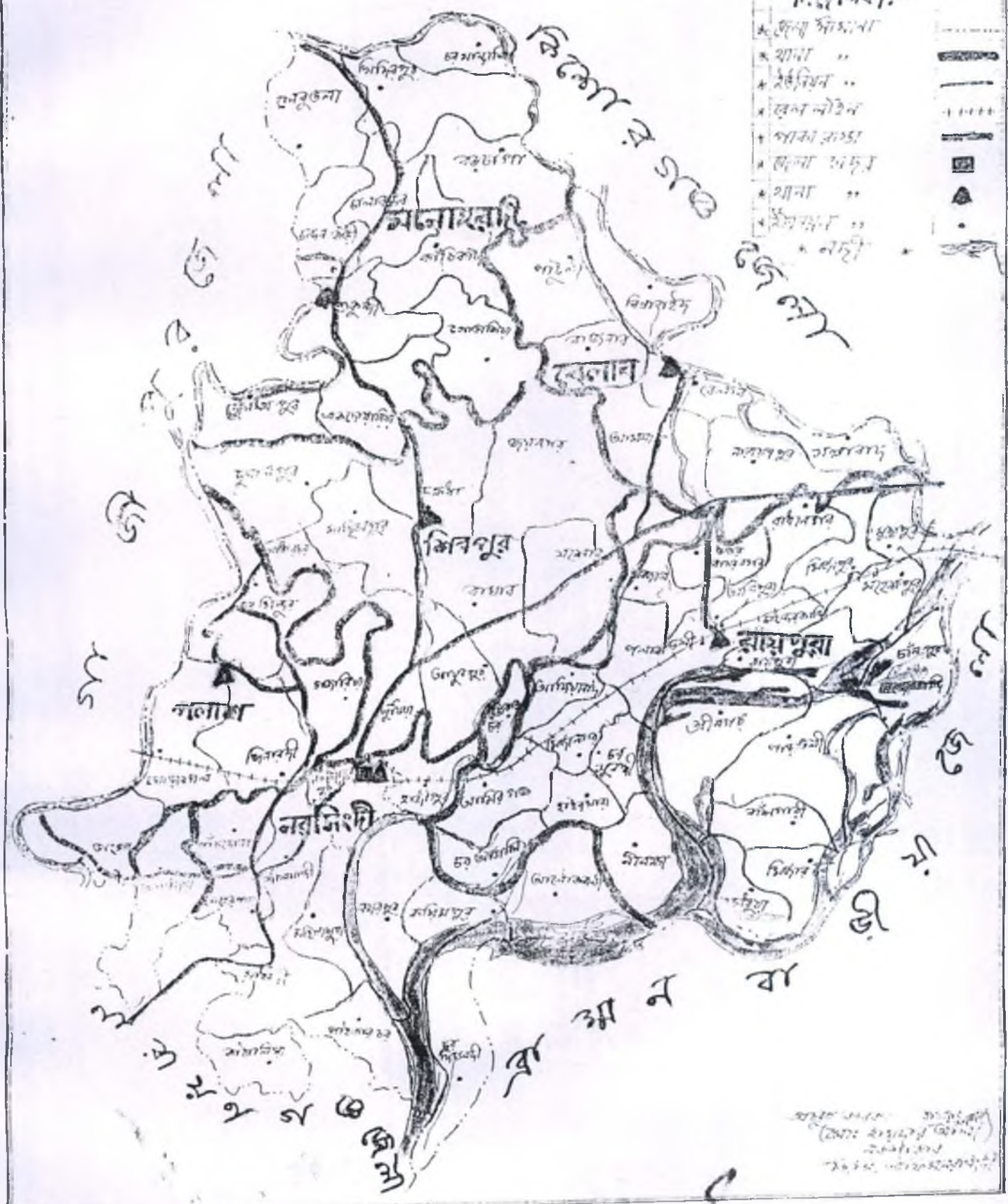
প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনবোধে নিয়ম ও বিধি মতে আগাম হিসাবে অর্থ প্রদান করতে পারবেন যাহাতে উক্ত আগাম অর্থ হতে প্রকল্প বাস্তবায়ন জনিত ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করা যেতে পারে। প্রত্যেক প্রকল্পের কাজ তদারক করার জন্য উপজেলা পরিষদ ৫ থেকে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রজেক্ট কমিটি গান করবে। প্রজেক্ট অফিসার প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। তিনি প্রজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যানেরও দায়িত্ব পালন করবেন। সমাজকর্মী, শিক্ষিত বেকার যুবক, স্কুল শিক্ষক, ইমাম, টার্গেট গ্রুপের প্রতিনিধি ও আনন্দ স্থানীয় গণ্যমান্য নেতৃবর্গ প্রজেক্ট কমিটির সদস্য হবেন। উপজেলা পরিষদ প্রজেক্ট কমিটির সদস্য হবেন। উপজেলা পরিষদ প্রজেক্ট কমিটির তত্ত্বাবধানে ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবে। ২০,০০০ টাকার কম প্রকল্প প্রজেক্ট কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। যদি কোন নির্মাণ কাজ উপজেলা কর্তৃক সম্পন্ন হয় সে ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও সোসিফিকেশন অনুসরণ করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পরিষদ এর মাটির কাজ প্রজেক্ট কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করবে। উপজেলা পরিষদ সমূহকে সময় সময় মাসে অন্ততঃ একবার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন সতর্কভাবে পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য উপজেলা পরিষদ পর্যালোচনা কমিটি গঠন করতে পারে।

প্রতিটি উপজেলা পরিষদ ৩০শে জুন আর্থিক বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন তৎপরতা প্রকল্প ওয়ারী ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি সম্বন্ধিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে প্রণয়ন করবে। উপজেলা পরিষদকে এই প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলার ডিপুটি কমিশনারের দিকট পরবর্তী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

ডেপুটি কমিশনার যে কোন উপজেলার প্রকল্প তৎপরতাসমূহ পরিদর্শন করতে পারেন এবং তিনি তাহার মন্তব্য কিংবা উপদেশ কোন সুপারিশ থাকলে উহা উল্লেখপূর্বক তাহার পরিদর্শন প্রতিবেদন উপজেলা

পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রয়োজন বোধে তিনি যদি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করেন তাহার পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সংস্থাসমূহের নিকট প্রেরণ করতে পারেন। বিভাগীয় কমিশনার এক সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদসমূহের উন্নয়ন তৎপরতাসহ অন্যান্য তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য উপজেলা সফর করতে পারেন তাহারাও তাহাদের প্রাসংগিক সফর সম্পর্কিত প্রতিবেদন সমূহ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করতে পারেন এবং উপযুক্ত বিবেচিত হলে উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ সংস্থাসমূহের নিকট ও প্রেরণ করতে পারেন।

- সংকেতঃ-
- * জেলা সীমানা
 - * থানা "
 - * রেলপথ "
 - * প্রধান নদ
 - * পানির খাড়া
 - * জলস্রোত
 - * খানা "
 - * কল্যাণ "
 - * নদী



সংকলিত: ১৯৫৬
 (ডাঃ হুমায়ূন আহমেদ)
 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
 ঢাকা-১০০



তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে মনোহরদী উপজেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাবলী এবং জরীপের দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন ও আমলাতন্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য ও উপজেলার অধিবাসীদের মতামত প্রশ্নপত্র পূরণ এবং ব্যক্তিগত আলাপ-অরলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য তথ্যাবলী উপজেলা পরিষদ কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১. মনোহরদী উপজেলার ভৌগলিক ও আর্থ সামাজিক অবস্থা।

মনোহরদী নরসিংদী জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। ঢাকা থেকে মনোহরদীর দূরত্ব ৮০ কিঃমিঃ। মনোহরদী পশ্চিম দিকে গাজীপুর জেলা, পূর্বে বেলাবো উপজেলা, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে কিশোরগঞ্জজেলা, দক্ষিণে শিবপুর জেলা। মনোহরদী উপজেলার আয়তন ১৯৫ বঃকিঃ। মনোহরদী উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা ১১টি, গ্রামের সংখ্যা ১৩৬টি এবং ১৯৩৪৬টি খানা রয়েছে।

সারণী নং- ৭

ইউনিয়ন	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	গ্রাম	খানা
১১	১৯৫	১৩৬	১৯৩৪৬

৮ নং এবং ৯ নং সারণীতে মনোহরদী উপজেলার সারণীতে মনোহরদী উপজেলার জনসংখ্যা গঠন, ঘনত্ব এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত জনগণের সংখ্যা দেয়া হয়েছে। উপজেলার মোট লোকসংখ্যা ৩,৪৫,৯৪১ জন। এদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ ১.২৮ একর।

সারণী নং- ৮

মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
৩,৪৫,৯৪১	২,৩০,০২৮	১,১৫,৯১৩

উপজেলার জনসংখ্যার বেশীর ভাগ কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত। এই সংখ্যা উপজেলার বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সংখ্যার প্রায় অর্ধেক।

সারণী - ৯

কৃষি	শিল্প	ব্যবসা	অন্যান্য
৫৫৯৭২	১০৭৫৩	২০৫৪৪	২৩২৩৯

মনোহরদী উপজেলার কৃষিজ ভূমির পরিমাণ ৭৪,৮৮০ একর। এর একটি বড় অংশই অনাবাদী জমির মধ্যে ১৯০৬০ একর জমি বর্তমানে আবাদ যোগ্য নয়। আবাদযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ ২৫০ একর।

সারণী নং - ১০

কৃষি পরিবারের সংখ্যা ও বিভিন্ন ধরনের জমির পরিমাণ :

কৃষি পরিবারের সংখ্যা	আবাদী জমির পরিমাণ	অনাবাদী জমির পরিমাণ	আবাদ যোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ
৪১৭৩৭	৫৪৫৮০	২০১৮০	১২০

১১ নং ও ১২ নং সারণীতে মনোহরদী উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। এখানে ৫টি কলেজ, ১২টি জুনিয়র ও উচ্চ বিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫৫টি এবং ৯৬টি মাদ্রাসা রয়েছে। ৫টি কলেজের ১টিকে সরকারী করা হয়েছে। তবে কলেজটি এখনো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে।

সারণী নং - ১১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-

কলেজ	উচ্চ বিদ্যালয়	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জুনিয়র হাই স্কুল	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাদ্রাসা
৫	১৮	১৪০	৪	১৫	৯৬

মনোহরদী উপজেলার মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ৫৭১৭৭। এই সংখ্যা উপজেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২১.৫২।

সারণী নং - ১২

শিক্ষিত জনসংখ্যা এবং শিক্ষার হার :

শিক্ষিতের সংখ্যা			শিক্ষিতের হার%		
মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা
৫৭১৭৭	৩৭৭২৩	১৯৪৫৪	২১.২৫	৬৫.৯৭	৩৪.০২

মনোহরদী উপজেলার বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৩ ও ১৪ নং সারণীতে এগুলোর পরিসংখ্যান দেয়া হলো। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে মসজিদ, মন্দির, ঈদগাহ, হাট, ব্যাংক, মিল-কারখানা, ডাকঘর ইত্যাদি। এখানে মিল, কারখানাও স্থাপিত হয়েছে।

সারণী নং - ১৩

ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ :

মসজিদ	ঈদগাহ	মন্দির	হাট/বাজার	ব্যাংক	ডাকঘর	মিলকারখানা
৩৫৮	১৮৬	১০৭	২৭	১৩	২১	২২

উপজেলায় ২১৬ টি সমবায় ও ৩৮৫টি পল্লী উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে।

সারণী নং - ১৪

সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ :

সমবায় বিভাগ	পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সংস্থা
২১৬	৩৮৫

১৫ নং ও ১৬ নং সারণীতে উপজেলার স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা ও অন্যান্য সমাজ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনামূলক সংস্থার সংখ্যা মোট ২৩টি। ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র রয়েছে,

১০টি ইউনিয়নের প্রত্যেকটির একটি করে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে। মাতৃত্ব ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে ১টি করে ৬টি ইউনিয়নে।

সারণী নং- ১৫

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র	পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	মাতৃত্ব ও শিশু কল্যাণমূলক কেন্দ্র/পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
৭	১০	৬

এছাড়া স্বেচ্ছাসেবা মূলক ২টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন ও কিছু সংখ্যক কুটির শিল্প কেন্দ্র উক্ত উপজেলায় রয়েছে।

সারণী নং- ১৬

সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান :

স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন	পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	কুটির শিল্প
৫৫	২	৪

মনোহরদী উপজেলায় সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমাণ ১৫০ একর। এই পরিমাণ মোট আবাদী জমি ৫৪,৫৮০ একরের একটি নগণ্য অংশ। এখানে গভীর নলকূপ রয়েছে ২৩৯টি, অসভীর নলকূপ ৪৪২টি ও ১৮৯টি পাওয়ার পাম্প রয়েছে। এছাড়া দূন ও খালের সাহায্যে কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

সারণী নং- ১৭

সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমির পরিমাণ/একরে :

পাওয়ার পাম্প	নলকূপ	দূন	খাল	অন্যান্য	মোট
৪৬	৩৫	১২	২	৫৫	১৫০

২. উন্নয়ন ও মনোহরদী উপজেলা

মনোহরদী উপজেলায় পরিণত হওয়ার পর উন্নয়ন প্রশাসনের কার্যক্রম মনোহরদী উপজেলায় শুরু হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মনোহরদী উপজেলার জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য উন্নয়নের কর্মতৎপরতা শুরু হয়। এ তৎপরতার আংশিদার হিসাবে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার এ অংশে মনোহরদী উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী, উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হল।

২.১ মনোহরদী উপজেলায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রতিবেদন

শিক্ষা উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিষয়। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল উন্নয়ন কর্মসূচী উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান নির্বাহী এবং তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাজের সমন্বয় সাধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ ও সংস্কার বিষয়টি নিয়ে কাজ করে উপজেলা প্রকৌশলী।

মনোহরদী উপজেলার শিক্ষা বিভাগের ১৯৮৪-১৯৯০ সাল পর্যন্ত তথ্যাবলী নিম্নের সারণীগুলির মাধ্যমে দেখানো হল-

মনোহরদী উপজেলার ১৯৮৪-১৯৯০ সাল পর্যন্ত শিক্ষিতের শতকরা হার নিম্নরূপ -

সারণী নং- ১৮

সাল	শিক্ষিতের হার
১৯৮৪ ইং	২২%
১৯৮৫ ইং	২৪%
১৯৮৬ ইং	২৫%
১৯৮৭ ইং	২৭%
১৯৮৮ ইং	২৯%
১৯৮৯ ইং	৩১%
১৯৯০ ইং	৩১%

উৎস : মনোহরদী শিক্ষা অফিস

মনোহরদী উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী নং ১৯

সাল	মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	বালকের সংখ্যা	বালিকার সংখ্যা
১৯৮৫	২৫৪৭০	১৪২২৫	১১২৪৫
১৯৮৬	২৬৭৬৬	১৪২১০	১২৫৫৬
১৯৮৭	২৭৬৩৫	১৫৪২৬	১২২০৯
১৯৮৮	৩০১৬৫	১৬৯৭৮	১৩১৮৭
১৯৮৯	৩৫৮৮৫	১৯৪২৫	১৬৪২০
১৯৯০	৩৬৯৩২	২০১৪৫	১৬৮১৭

উৎস - মনোহরদী শিক্ষা অফিস

২.২ মনোহরদী উপজেলার জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উন্নয়ন

উপজেলা হল প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষা কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু। এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসের নির্দেশনার গ্রাম্য সমবায় এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকে এবং তিনি উপজেলা পরিষদের তদারকীকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সমন্বয়ে কাজ করেন। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার তদারকীতে কাজ করেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী বিদ্যুৎ পানি সরবরাহের জন্য টিউবওয়েল ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা গ্রামঅঞ্চলে সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকেন। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা প্রধানতঃ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকেন। উপজেলা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সমন্বয় করেন। বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই কমিটির প্রধান হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। মনোহরদী উপজেলার স্বাস্থ্য

প্রকল্পের ১৯৮৪ সাল হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মহামারি প্রতিরোধমূলক কাজের প্রতিবেদন নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী নং - ২০

সাল	পরিদর্শিত এলাকা		ডায়েরিয়া		আমাশায়		কলেরা		জ্বর		অন্যান্য	
	বাড়ির সংখ্যা	লোক সংখ্যা	আক্রান্ত	মৃত	আক্রান্ত	মৃত	আক্রান্ত	মৃত	আক্রান্ত	মৃত	আক্রান্ত	মৃত
১৯৮৪	১২০০	২৮১৩০০	২০৫	১৩	৭০	০৩	×	×	৩১০	×	২০০	১০
১৯৮৫	২৫০	২৯০৫০০	১৭৫	১১	১০৫	০৪	×	×	১৭০	×	২০৩	৭
১৯৮৬	৭৬৩	২৯৭০০০	৩৭০	২১	১৬০	০৫	×	×	৩০০	৫	২০৮	×
১৯৮৭	২৬০	৩২৭০০০	৪৩০	২৯	২৬০	০৭	×	×	২১০	২	২৭১	×
১৯৮৮	৪২০	৩৩১৫০০	২৫	৬	৪০	১	×	×	৯৪০	×	৭৩	৩
১৯৮৯	৩৪০	৩২৯০০০	২৭	৫	৫০	২	×	×	৫১০	×	১৫০	২
১৯৯০	৫৩০	৪৫২০	৭০	৮	৮০	১	×	×	৭৪০	×	২০১	৩

উৎস : মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প

মনোহরদী উপজেলার ১৯৮৪ সাল হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার প্রক্ষেপন (পোপুলেশন প্রজেকশন) নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী নং - ২১

সাল	জন্মের হার	মৃত্যুর হার	জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	জন্ম নিরোধন প্রবৃত্তি বাবাহাবকারীর হার
১৯৮৪	৩৭.৬	১৪.২	২.৩	২৮%
১৯৮৫	৩৬.২	১৪.০	২.২	৩০%
১৯৮৬	৩৫.৬	১৪.০	২.২	৩১%
১৯৮৭	৩৪.৪	১৩.৮	২.১	৩৪%
১৯৮৮	৩৩.৮	১৩.৬	২.০	৩৭%
১৯৮৯	৩২.৫	১৪.৫	১.৯	৩৮%

উৎস : মনোহরদী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস

মনোহরদী উপজেলার জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচীর অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নের সারণীগুলির সাহায্যে দেখানো হল-

১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাৎসরিক ই.পি.আই টিকাদান কর্মসূচীর প্রতিবেদন নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল।

সারণী নং- ২২

সাল	ডি. পি. টি			পলিও			বি.সি.জি	হাম
	১ম মাত্রা	২য় মাত্রা	৩য় মাত্রা	১ম মাত্রা	২য় মাত্রা	৩য় মাত্রা	১ম মাত্রা	১ম মাত্রা
১৯৮৪	৪৪৯৮	৩৪৮৩	৪০০২	৫৫০৩	৪৩৯০	৪০১৬	৪৩২০	২১৮০
১৯৮৫	৫৯৬৩	৫০০৩	৪৯২৮	৬০১৫	৫১০৯	৪৯৫৮	৪৫৩৮	২৫১৩
১৯৮৬	৬৬৩১	৫৬৮২	৪৫০৫	৬৬৫৮	৫৭০৩	৪৫৯২	৪৪২৩	২১৬৯
১৯৮৭	৩৯৬০	৩৫২২	৩০০৬	৩৯৬০	৩৫২৮	৩০১৬	২১৫৬	১৭০৩
১৯৮৮	১১৮৭	৮১১	৭৫৭	১১৮৭	৮১১	৭৫৭	৬৯৫	৫১৪
১৯৮৯	২৩৪০	১২৩৫	১০৯৭	২৩৪০	১২৩৫	১০৯৭	৮৫৭	৭৫৬
১৯৯০	১৫০৪	১৩০৭	১২১১	১৫০৪	১৩০৭	১২১১	৯৮৯	৮০৭

উৎস : মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প

মনোহরদী উপজেলার ১৯৮৪-১৯৮৮ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কাজের অগ্রগতি নিম্নে দেখানো হল-

সারণী নং- ২৩

১৯৮৪ সাল

উপকরণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত	হার
১। বন্ধাকরণ	২৯০৬	১৩৫৫	৪৬%
২। কপারটি	১৫৩৮	২১৩৩	১৩৮%
৩। কনডম	৬০৪২	১৫০৬	২৫%
৪। খাবার বড়ি	৮৩৩৬	৩৩৩২	৪০%
৫। অন্যান্য পদ্ধতি	১৭৯৪	২৫০	১৪%
মোট	২০,৬১৬	৮৫৭৬	৪১%

উৎস : মনোহরদী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস

সারণী নং- ২৪

১৯৮৫ সাল

উপকরণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত	হার
১। বন্ধাকরণ	১৫১৫	৬৯৬	৪৬%
২। কপারটি	৮১৭	১৪১৪	১৭৩%
৩। কনডম	২৩৬৭	১৩৯৫	৫৯%
৪। খাবার বড়ি	৩৩৯৮	৩৮৩৭	১১৩%
৫। অন্যান্য পদ্ধতি	৪৮০৩	২৭৫	৬%
মোট	১২,৯০০	৭,৬১৭	৫৯%

উৎস : মনোহরদী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস

সারণী নং- ২৫

১৯৮৬ সাল

উপকরণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত	হার
১। বন্ধাকরণ	১৫১৫	২৭৯	১৮%
২। কপারটি	৮১৭	১২৪০	১৫২%
৩। কনডম	২৩৬৭	১৩৭৪	৫৮%
৪। খাবার বড়ি	৩৩৯৮	১৯৮২	৫৮%
৫। অন্যান্য পদ্ধতি	৪৮০৩	৩১২	৬%
মোট	১২,৯০০	৫১৮৭	৪১%

উৎস : মনোহরদী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস

সারণী নং- ২৬

১৯৮৭ সাল

উপকরণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত	হার
১। বন্ধাকরণ	১৫১৫	৪৪২	২৯%
২। কপারটি	৮১৭	১৩৪০	১৫৪%
৩। কনডম	২৩৬৭	১৪৯৩	৬৩%
৪। খাবার বড়ি	৩৩৯৮	২২৯১	৬৭%
৫। অন্যান্য পদ্ধতি	৪৮০৩	৩৫৫	৭%
মোট	১২,৯০০	৫,৯২১	৪৬%

উৎস : মনোহরদী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস

সারণী নং- ২৭

১৯৮৮ সাল

উপকরণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত	হার
১। বন্ধাকরণ	৪৬৫	৭৩	১৬%
২। কপারটি	৪৬৩	২৮৩	৬১%
৩। খাবার বড়ি	১৭৩৭	৮৪১	৪৮%
৪। অন্যান্য পদ্ধতি	২২৯১	৫৯৮	২০%
মোট	৪,৯৫৬	১,৭৯৫	৩৭%

উৎস : মনোহরদী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস

২.৩. জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচীর বিষয়ে মনোহরদী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণীর

জনগণের মতামতের উপর আলোচনা।

জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মনোহরদী উপজেলায় যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তার ফলে সমাজের সব শ্রেণীর জনগণ সমভাবে উপকৃত হয়েছে কি-না - এ বিষয়ে ১০জন শিক্ষক, ১০ জন কৃষক, ১০ জন ব্যবসায়ী, ১০ জন রাজনীতিবিদ, ১০ জন পেশাজীবির উপর সমীক্ষা চালানো হলে বেশীর ভাগ সবশ্রেণীর জনগণ সমভাবে উপকৃত হয় নাই এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণ সবচেয়ে কম উপকৃত হয়েছে এ বিষয়ে বেশীরভাগ মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়টি নিম্নের সারণী নং ২৮ এবং সারণী নং ২৯ এর সাহায্যে দেখানো হলো।

সারণী নং ২৮

সবশ্রেণীর জনগণ সমভাবে উপকৃত হয়েছে কি-না	শিক্ষক	কৃষক	ব্যবসায়ী	রাজনীতিবিদ	পেশাজীবী
হয়েছে	৪	৩	৫	৪	২
হয় নাই	৬	৭	৫	৬	৮

সারণী নং ২৯

লাভবান শ্রেণী	শিক্ষক	কৃষক	ব্যবসায়ী	রাজনীতিবিদ	পেশাজীবী
উচ্চবিদ্য	২	৪	২	২	৩
মধ্যবিদ্য	৫	৪	৪	৫	৩
নিম্ন মধ্যবিদ্য	২	২	২	২	৪
দরিদ্র	১	-	২	১	-

জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের কার্যক্রমের অগ্রগতি উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ও পূর্বে কখন কিরূপ ছিল এ বিষয়ে মনোহরদী উপজেলার ৫ জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যারা উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে ও পরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তাদের অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি আগের মত বলে উল্লেখ করেন। নিম্নের সারণীর সাহায্যে তা দেখানো হলঃ

সারণী নং- ৩০

মন্তব্য	সংখ্যা	শতকরা হার
আগের চেয়ে বেশী	২	৪০%
আগের মত	৩	৬০%
আগের চেয়ে কম	-	-

.8. মনোহরদী উপজেলার বাজেট

১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ১৯৮৮-৮৯ সাল পর্যন্ত মনোহরদী উপজেলার বাজেট নিম্নে পর্যায়ক্রমে দেখানো

হল-

১৯৮৫-৮৬ সালের মনোহরদী উপজেলার বাজেট নিম্নরূপ :

ফরম - ক	
প্রথমাংশ - রাজস্ব খাত	
জমা - রাজস্ব-	৮,২৭,৮০৫/=
অনুদান-	৮০,১৬,০০০/=
মোট -	৮৮,৪৩,৮০৫/=
কর্তন -	৮০,৫৯,০০০/=
রাজস্ব উদ্বৃত্ত -	৭,৯২,৮০৫/=

দ্বিতীয়াংশ - উন্নয়ন খাত

জমা- আনুমানিক উন্নয়ন অনুদান -	৬০,০০,০০০/=
অন্যান্য অনুদান -	৭,০০,০০০/=
রাজস্ব উদ্বৃত্ত -	৭,৯২,৮০৫/=
মোট সম্পদের সংস্থান -	৭৪,৯২,৮০৫/=

ফরম - খ

প্রথমাংশ - রাজস্ব খাত

রাজস্ব আয়

ক) হাট বাজার ইজারা	-	৭,০১,৮০০/=
খ) লাইসেন্স ফি বাবত আয়	-	১০,০০০/=
গ) বিনিয়োগ হতে আয়	-	২০,০০০/=
ঘ) উপজেলা পরিষদের আওতাধীন ভবনের ভাড়া বাবত আয়	-	৯৬,০০০/=
ঙ) সরকারী অনদান অনুন্নত খাতে -		৮০,৪৩,৮০৫/=
মোট	-	৮৮,৭১,৬০৫/=

রাজস্ব ব্যয়

১) কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা

ক) পরিষদের নিজস্ব কর্মচারী	-	১২,৫০০/=
খ) সরকারী কর্মচারী	-	৮০,১৬,০০০/=
গ) অন্যান্য	-	১০,০০০/=
২) সরকারী কর্মচারী ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীর খরচ	-	৬,০০০/=
৩) ট্যাক্স আদায় খরচ	-	৭,৫০০/=
মোট রাজস্ব খরচ	-	৮০,৫১,০০০/=

দ্বিতীয়াংশ - উন্নয়ন খাত

উন্নয়ন জমা

১। অমুদান

ক) সরকার হতে	-	৬০,০০,০০০/=
খ) অন্যান্য কাজের বিনিময়ে		
খাদ্য কর্মসূচী (কেয়ার)	-	৭,০০,০০০/=
রাজস্ব উদ্বৃত্ত	-	৮,৩২,৮০৫/=
		<hr/>
মোট উন্নয়ন জমা-		৭৫,৩২,৮০৫/=

উন্নয়ন ব্যয়

উন্নয়ন ব্যয় বন্টন খাতওয়ারী

১। কৃষি ও সেচ	-	১২,০০,০০০/=
২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	-	৩,০০,০০০/=
৩। পরিবহন ও যোগাযোগ-		২৪,০০,০০০/=
৪। গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্রগত	-	৬,০০,০০০/=
৫। শিক্ষার উন্নয়ন	-	৩,০০,০০০/=
৬। স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ-		৪,৫০,০০০/=
৭। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	-	১,৫০,০০০/=
৮। পল্লী পূর্ত কর্মসূচী	-	৪,৫০,০০০/=
৯। বিবিধ	-	১,৫০,০০০/=
		<hr/>
মোট উন্নয়ন ব্যয় -		৬০,০০,০০০/=

১৯৮৬-৮৭ সালের মনোহরদী উপজেলার বাজেট শিরূপ-

ফরম - ক

প্রথমাংশ - রাজস্ব খাত

জমা	-	রাজস্ব	-	৯,২২,৩৩১/=
		অনুদান	-	৯০,০০,০০০/=
				<hr/>
মোট প্রাপ্য-				৯৯,২২,৩৩১/=
রাজস্ব খাতে ব্যয়	-			৯০,৭২,০০০/=
রাজস্ব উদ্বৃত্ত	-			৮,৫০,৩৩১/=

দ্বিতীয়াংশ - উন্নয়ন খাত

জমা	-	উন্নয়ন অনুদান	-	৮০,০০,০০০/=
		অন্যান্য অনুদান	-	১৫,০০,০০০/=
		রাজস্ব উদ্বৃত্ত	-	৮,৫০,৩৩১/=
				<hr/>
মোট সম্পদের সংস্থান				- ১০৩,৫০,৩৩১/=

ফরম - খ

প্রথমাংশ - রাজস্ব খাত

রাজস্ব আয়

১। হাট, বাজার, ইজারা	-			৭,৪৭,৩৩১/=
২। লাইসেন্স ফি বাবদ আয়	-			১০,০০০/=
৩। বিনিয়োগ আয়	-			২৫,০০০/=
৪। উপজেলা পরিষদের আওয়তাদীন				
ভাড়া বাবদ আয়	-			১০০,০০০/=
				<hr/>
মোট				- ৯,২২,৩৩১/=

রাজস্ব ব্যয়

১। কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা

(ক) পরিষদের নিজস্ব কর্মচারী	-	২৫,০০০/=
(খ) সরকারী কর্মচারী	-	৯০,০০,০০০/=
(গ) অন্যান্য	-	১৫,০০০/=

২। সরকারী কর্মচারী ছাড়া

অন্যান্য কর্মচারী খরচ	-	৭,০০০/=
-----------------------	---	---------

৩। ট্যাক্স আদায় খরচ

-	২৫,০০০/=
---	----------

মোট ব্যয়	-	৯০,৭২,০০০/=
-----------	---	-------------

দ্বিতীয় অংশ - উন্নয়ন খাত

(ক) সরকার হতে অনুদান	-	৮০,০০,০০০/=
----------------------	---	-------------

অন্যান্য অনুদান	-	১৫,০০,০০০/=
-----------------	---	-------------

রাজস্ব উদ্বৃত্ত	-	৮,৫০,৩৩১/=
-----------------	---	------------

মোট জমা	-	১০৩,৫০১,৩৩১/=
---------	---	---------------

উন্নয়ন ব্যয়

উন্নয়ন ব্যয় বন্টন খাতওয়ারী

কৃষি ও সেচ	-	৭,১৩,৯০৩/=
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	-	১,৮৭,৭৯৭/=
পরিবহন ও যোগাযোগ	-	১১,৫৫,৩৪৮/=
গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্রগত পরিকল্পনা	-	৫,২৫,৮৩৩/=
শিক্ষার উন্নয়ন	-	৩,২৬,১০২/=
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ	-	২,৮১,৬৯৬/=
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	-	১,২১,৪৫৮/=
পল্লী পূর্ত কর্মসূচী	-	১,১১,৭৯৭/=
বিবিধ	-	২,৭১,৬৯৭/=
<hr/>		
মোট উন্নয়ন ব্যয়	-	৩৬,৯৫,৬৩১/=

১৯৮৭-৮৮ সালের মনোহরদী উপজেলার বাজেট বিবরণী নিম্নরূপ -

ফরম - ক

প্রথমাংশ - রাজস্ব খাত

প্রাপ্ত	-	রাজস্ব	-	১১,৮১,১৬৯/=
		অনুদান	-	৯০,০০,০০০/=
<hr/>				
মোট প্রাপ্য	-			১,০১,৮১,১৬৯/=
		খরচ	-	৯২,৫০,০০০/=
<hr/>				
রাজস্ব উদ্বৃত্ত-				৯,৩১,১৬৯/=

দ্বিতীয়াংশ - উন্নয়ন খাত

প্রাপ্য -	উন্নয়ন অনুদান -	৮৫,০০,০০০/=
	উন্নয়ন অনুদান - (কেয়ার)	২০,০০,০০০/=
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত -	৯,৩১,১৬৯/=
	মোট প্রাপ্য -	১,১৪,৩১,১৬৯/=

খ করন

প্রথমমাংশ - রাজস্ব খাত

রাজস্ব আয়

প্রাপ্য

১। হাট বাজার বাবদ আয় -	৮,৮১,১৬৯/=
২। লাইসেন্স পারসিট আয় -	৪০,০০০/=
৩। টেহুর সিডিউল বিক্রির আয় -	৩০,০০০/=
৪। কর, ট্রেড লাইসেন্স আয় -	৪০,০০০/=
৫। রেজিঃ অব লাইসেন্স আয় -	৪০,০০০/=
৬। পরিবহনের সম্পত্তি, বাসভাড়া ইত্যাদি বাবদ আয় -	১,২৫,০০০/=
৭। স্থানীয় অনুদান -	৩০,০০০/=
মোট প্রাপ্ত -	১১,৮৬,১৬৯/=

রাজস্ব ব্যয়

ক) কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি বাবত খরচ	-	৩৫,০০০/=
খ) সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি বাবদ খরচ	-	৯০,০০,০০০/=
গ) পরিষদের সদস্যদের সম্মানী ভাতা বাবদ খরচ	-	২০,০০০/=
ঘ) কর আদায় খরচ	-	৫০,০০০/=
ঙ) উপজেলা চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত তহবিল সরকারী আদেশ মোতাবেক খরচ	-	২৫,০০০/=
চ) অন্যান্য যেমন বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল রক্ষনাবেক্ষণ খরচ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস প্রতিপালন	-	১,০০,০০০/=
ছ) অভ্যন্তরীণ অডিট নিরীক্ষা	-	২০,০০০/=
সর্বমোট		- ৯২,০০,০০০/=

দ্বিতীয়াংশ - উন্নয়ন খাত

প্রাপ্ত

১। অনুদান		
(ক) সরকার হতে	-	৮৫,০০,০০০/=
(খ) অন্যান্য অনুদান	-	২০,০০,০০০/=
২। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	-	৯,৩১,১৬৯/=
মোট প্রাপ্ত		- ১,১৪,৩১,১৬৯/=

উন্নয়ন ব্যয়
(উন্নয়ন ব্যয় বন্টন খাতওয়ারী)

কৃষি ও সেচ	-	১৫,৬৪,০৮০/=
সুদ্র ও কুটির শিল্প	-	১,৪৭,৬০০/=
পরিবহন ও যোগাযোগ	-	২৮,৩২,৯২৯/=
গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্রগত পরিকল্পনা	-	৪,১৩,৫০০/=
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ	-	২,০১,৩০২/=
শিক্ষার উন্নয়ন	-	৩,৮৮,৪৮৮/=
শিশুদের শারিরিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নয়ন	-	২,১০,০০০/=
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	-	৭৪,২৭৫/=
বিবিধ	-	১,২২,৯৭৬/=
<hr/>		
মোট ব্যয়	-	৫৯,৫৫,১৫২/=

১৯৮৮-৮৯ ইং সালের মনোহরদী উপজেলার বাজেট নিম্নরূপ

ফরম - ক

প্রথমমাংশ - রাজস্ব খাত

প্রাপ্য -	রাজস্ব	-	১৭,৬০,০০০/=
	অনুদান	-	৯৪,৪০,০০০/=
<hr/>			
মোট প্রাপ্য	-	১,১২,০০,০০০/=	
রাজস্ব খরচ	-	১,১০,০০,০০০/=	
<hr/>			
রাজস্ব উদ্বৃত্ত	-	১২,০০,০০০/=	

দ্বিতীয়াংশ - উন্নয়ন খাত

প্রাপ্য - উন্নয়ন অনুদান	-	৭০,০০,০০০/=
উন্নয়ন অনুদান (কেয়ার)	-	১৩,০০,০০০/=
অব্যয়িত অনুদান (উন্নয়ন)-		১,৫১,২০০/=
রাজস্ব উদ্বৃত্ত	-	১২,০০,০০০/=

ফরম - খ

প্রথমাংশ - রাজস্ব খাত

রাজস্ব আয়

ক) হাট বাজার আয়	-	১৪,৭০,০০০/=
খ) লাইসেন্স পারমিট আয়	-	৩৫,০০০/=
গ) টেন্ডার সিডিউল বিক্রির আয়	-	৬০,০০০/=
ঘ) কর, ট্রেড লাইসেন্স আয়	-	৩০,০০০/=
ঙ) পরিষদের সম্পত্তি বাসা ভাড়া ইত্যাদি বাবদ আয়	-	১২৫,০০০/=
চ) নার্সারী আয়	-	২৫,০০০/=
ছ) দালান নির্মাণ আয়	-	১৫,০০০/=
<hr/>		
মোট	-	১৭,৬০,০০০/=

রাজস্ব খরচ

১। কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা -	
(ক) পরিষদের নিজস্ব কর্মচারী	- ৮০,০০০/=
(খ) সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি খরচ	- ৯৪,৪০,০০০/=
(গ) পরিষদের মনোনীত সদস্যদের	- ২০,০০০/=
২। উপজেলা পরিষদের কার্যালয়ের বিদ্যুৎ বিল কর আদায় খরচ-	২০,০০০/=
৩। কর আদায় খরচ	- ১৫,০০০/=
৪। উপজেলা চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত তহবিল	- ২৫,০০০/=
৫। হাট বাজার আয়ের ৫% সরকারী তহবিল (৭- এফ আর)-	৭৩,০০০/=
৬। পরিষদ নিজস্ব ভূমির কর	- ১০,০০০/=
৭। পরিষদের যানবাহন রক্ষণাবেক্ষন	- ৬০,০০০/=
৮। মটর সাইকেল হইতে ক্রয় (মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে)-	৫০,০০০/=
৯। উপজেলা পরিষদ হইতে কেয়ার ট্রাকচার প্রকল্পের অনুদান	- ১,৩০,০০০/=
১০। অভ্যন্তরীণ অডিট নিরীক্ষা	- ৫,০০০/=
১১। অন্যান্য (আনুষঙ্গিক) প্রক্রিয়ার বিল ও বিবিধ খরচ	- ৭,১৫,০০০/=
মোট	= ১,০০-০০,০০০০/=

দ্বিতীয় অংশ - উন্নয়ন খাত

প্রাপ্ত হিসাবের বিবরণী

১। অনুদান (উন্নয়নের জন্য)-

(ক) সরকার হতে (এ.ডি.পি) - ৭০,০০,০০০/=

(খ) অন্যান্য কর্তৃপক্ষ (কেয়ার) - ১৩,০০,০০০/=

২। রাজস্ব উদ্বৃত্ত - ১২,০০,০০০/=

মোট প্রাপ্ত (উন্নয়ন হিসাব) - ৯৫,০০,০০০/=

উন্নয়ন খাতে খরচ বিবরণী

১। কৃষি ও সেচ - ৮,৯০,০০০/=

২। পরিবহন ও যোগাযোগ - ৯,৪৫,৪২৫/=

৩। গৃহনির্মাণ ও বস্ত্রগত
অবকাঠামো - ৯,৪১,৪২৫/=

৪। স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ - ২,৩৫,০০০/=

৫। শিক্ষার উন্নয়ন - ৩,৪৭,৭৭৫/=

৬। বিবিধ - ১,৮০,০০০/=

সর্বমোট - ৩১,৩৯,৬২৮/=

২.৫ মনোহরদী উপজেলার ১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায়

বিভিন্ন খাতে গৃহীত প্রকল্প সমূহ :

১৯৮৫-৮৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্পসমূহের খাত ভিত্তিক তালিকা প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ ও ব্যয়িত টাকার বর্ণনা নিম্নে দেখানো হল :

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
কৃষি সেচ		
১। চালকচর পোদারা পাউকের সেচ নালা/কালভাট নির্মাণ	১,৩৫,২৫৬/=	১,২৫,৪৩৫/=
২। লেবুতলা জমিদার বাধের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১,৩৯,১৫০/=	১,৩৯,১৫০/=
৩। উপজেলার বিভিন্ন ইফনিয়নের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	৫,০০০/=	৪,৬৬৫/=
৪। বিশ্ব খাদ্য দিবস প্রতিপালন	৮,০০০/=	৭,৫৯৪/=
৫। বৃক্ষরোপন ও সামাজিক বন উন্নয়ন	৬,২৫০/=	৬,২৫০/=
৬। কৃষি মৎস্য পশু পালন পরিবার পরিকল্পনা সমবায় প্রশিক্ষণ	২৫,০০০/=	৬,২৫০/=
৭। দৌলতপুর পশু পালন উপকেন্দ্র স্থাপন	৯৫,০০০/=	৬৫,০০০/=
৮। খিদিরপুর গংগা কু পাকা নালা নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৭,০০০/=
৯। খোদাদিয়া ১নং স্কীমের পাকা নালা নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৭,০০০/=
১০। গোতাশিয়া মধ্যপাড়া গংগা কু পাকা নালা নির্মাণ	২৭,০০০/=	২২,৪৯৬/=
১১। লেবুতলা গংগা কু পাকা নালা নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৫,৪৫০/=
১২। চন্দনবাড়ী উত্তর পশ্চিম পার্শ্ব পাকা নালা নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৭,০০০/=
১৩। একদুয়ারিয়া গংগা কু পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৬,৯৪২/=
১৪। কাঁচিকাটা গংগা কু পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	২০,২৪০/=
১৫। নোয়াকান্দি গংগা কু পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৬,৯৪২/=
কৃষি , সেচ		
১৬। উপজেলা নার্সারী উন্নয়ন ও সংস্কার	৮,০০০/=	৮,০০০/=
১৭। হাফিজপুর জল, নিঃ কালভাট নির্মাণ	১৩৫,৩২৬/=	১৫,০০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
কুদ্র ও কুটির শিল্প		
১। উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে কুটির শিল্প স্থাপন	৯৭,০০০/=	৭,০০০/=
২। মধুমাল্লা সেলাই কর্মসূচী	১০০,০০০/=	৯৬,০০০/=
৩। জামালপুর মৃৎ শিল্প উন্নয়ন	২০,০০০/=	৫,০০০/=
পরিবহন ও যোগাযোগ		
১। অর্জুনচর কালভাট নির্মাণ	১৪,৩৫০/=	১৪,৩১৩/=
২। হাজীপুর চালাকচর অফিস সম্মুখে বঙ্গ কালভাট নির্মাণ	১,০৮,২৮২/=	১,০৩,৭০২/=
৩। আহম্মদপুর আঃ কান্দি রাস্তায় কালভাট নির্মাণ	৩৯,৫০০০/=	৩৯,৪৯০/=
৪। লেবুতলা-নোয়াকান্দি রাস্তায় পাকা কালভাট নির্মাণ	৬০,৫০০/=	৩৯,৫০০/=
৫। পাইকানে পাকা কালভাট নির্মাণ	২৬,২০০/=	২৫,৫০০/=
৬। কৃষ্ণপুরে পাকা কালভাট নির্মাণ	২,৯৫,৫০০	২,৭০,৯৬৭/=
৭। সৌলতপুর হরিনারায়নপুর রাস্তায় পাকা কালভাট নির্মাণ	১,৩৯,০৭০/=	৯০,৯৭০/=
৮। আকানগর খালে কাঠের পুল নির্মাণ	৫৪,৩০০/=	৫০,৮৭০/=
৯। চালকচর হাফিজপুর সড়কে কালভাট নির্মাণ	১,৩০,৮০০/=	১,২০,৯০০/=
১০। কৃষ্ণপুর রাস্তায় সড়কে বড়বিলে পুল সংস্কার	২,৯৪,২০০/=	১,৩০,০০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
বস্তৃগত অবকাঠামো		
১। দৌলতপুর খালের উপর কাঠের পুল মেরামত	৩৮,৪২৩/=	৩৮,৪২৩/=
২। লেবুতলা নোয়াকান্দি সড়কে কালভার্ট নির্মাণ	৬০,০০০/=	৫৯,৩৪০/=
পল্লী পূর্ত কর্মসূচী		
১। উপজেলা সকল পল্লীপূর্ত কর্মসূচী	১,২৩,৬০২/=	১,২০,০০/=
২। পল্লী রক্ষণাবেক্ষন কর্মসূচী	৪৬,৩৮০/=	৪৬,৩৬০/=
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি		
১। উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা উন্নয়ন	৭৫,০০০/=	৭৫,০০০/=
২। উপজেলা স্কাউট গার্লস গাইড এর উন্নয়ন	৪০,০০০/=	১০,০০০/=
৩। উপজেলা শিল্প কলা একাডেমী উন্নয়ন	১,২৫০/=	১,২৫০/=
৪। উপজেলা শিশু একাডেমী উন্নয়ন	৫,০০০/=	৫,০০০/=
আর্থ- সামাজিক অবকাঠামো		
১। চন্দনবাড়ী ইউ.পি অফিস কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৪,৪৭,৫৪৪/=	৪,২১,৭৭৪/=
২। দৌলতপুর বাজার উন্নয়ন	২,২৮,৪০৮/=	২,১০,০০০/=
৩। উপজেলা পরিষদের অফিস সংস্কার ও মেরামত	৯৫,২৮০/=	৮২,০০০/=
শিক্ষার উন্নয়ন		
১। অর্জুনচর প্রাঃ বিঃ মেরামত ও বর্ধিত করণ	৬৮,৯০৯/=	৫৮,৯৭০/=
২। কালাই গোবিন্দপুর সঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত	৭০,২৮৭/=	৫৩,০০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
৩। হরিনারায়নপুর সাঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত	১,০০,৫০০/=	১,০০,০০০/=
৪। সর্বলক্ষনা সরকারী প্রাঃ বিঃ মেরামত	৮৯,০৭৯/=	৭৭,১৩৪/=
৫। খিদিরপুর সাঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত	৬৮,৬৭৯/=	৫২,৬০৩/=
৬। জামালপুর সাঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত	১,১৩,৫০৭/=	১,৯০,৫০৭/=
৭। বীরগাঁও সরকারী প্রাঃ বিঃ মেরামত	৪০,৬২৩/=	৪০,৬২৩/=
৮। বড়চাপা সাঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত	৭৫,২৮৭/=	৭৫,০০০/=
৯। কাটাবাড়িয়া সাঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত	৪৮,২২৫/=	৪৮,২২৫/=
১০। ভোমানমার সাঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত	১,১২,২৭৯/=	১,১২,২৭৯/=
১১। চুলা সাঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত	৫৩,৪৩৬/=	৪৫,৭০০/=
১২। মধুমালী সাঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত	৯,৪৯,৬০৮/=	৯,৪৪,০০০/=
১৩। নোয়ানগর সরকারী প্রাঃ বিঃ মেরামত	৯৫,৬৯৭/=	৮৫,৭০০/=
স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ		
১। পল্লী জলবদ্ধ সৌচাগার নির্মাণ	৫০,০০০/=	২৫,০০০/=
২। অন্ধ কল্যাণ কর্মসূচী	৮,০০০/=	৮,০০০/=
৩। পরিবার পরিকল্পনা উদ্বুদ্ধকরণ	৯৫,০০০/=	৯৫,০০০/=
৪। ৮টি ইউ.পির পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাব পত্র সরবরাহ	৯০,০০০/=	৪৫,০০০/=
৫। জামালপুর স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক করণ	৪০,০০০/=	১০,০০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
৬। খিদিরপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র পূণঃ নির্মাণ ও মেরামত	১,০১,২৭৬	১,০১,২৭৬/=
৭। আকানগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র মেরামত	৫৮,০৮৬/=	৫৮,০৯৬/=
বিবিধ		
১। উপজেলা ১৪ টি ইউপির জন্য চেয়ার টেবিল সরবরাহ	১,২১,১০০/=	১,২০,০০০/=
২। জন্ম মৃত্যুর হিসাব কর্মসূচী	২৫,০০০/=	২৫,০০০/=
৩। দুর্ঘোপ পরবর্তী ব্যায়ের জন্য সংরক্ষিত তহবিল	৩০,২৫০/=	৩০,২৫০/=

মনোহরদী উপজেলার ১৯৮৬-৮৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্পসমূহের খাত ভিত্তিক তালিকা, প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ ও ব্যয়িত টাকার ষর্ননা নিম্নে দেখানো হল-

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
কৃষি সেচ		
১। অর্জুনচর গভীর নলকূপের পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৬,৯৪২/=
২। লেবুতলা গভীর নলকূপের পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৭,০০০/=
৩। হরিনায়ানগর পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	১৫,০০০/=
৪। গোতালিয়া গভীর নলকূপের পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৭,০০০/=
৫। মধুমাল গভীর নলকূপের পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৭,০০০/=
৬। বীরগাঁও গভীর নলকূপের পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	১০,০০০/=
৭। নোরানগর গভীর নলকূপের পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৭,০০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
৮। পাইকান গভীর নলকূপে পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৭,০০০/=
৯। নার্সারীর জন্য অফিস কাম গুদাম	৮০,০০০/=	৫০,০০০/=
১০। উপজেলার নার্সারীর উন্নয়ন	২৫,০০০/=	১০,০০০/=
১১। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইঁদুর দমন কর্মসূচী	৫,০০০/=	৫,০০০/=
১২। বৃক্ষ রোপন সামাজিক বন উন্নয়ন	২৫,০০০/=	২৫,০০০/=
১৩। বিশ্ব খাদ্য দিবস প্রতিপালন	৫,০০০/=	৫,০০০/=
১৪। জরুরী ভিত্তিতে পোকা দমন কর্মসূচী	১০,০০০/=	১০,০০০/=
১৫। কৃষি প্রদর্শনী স্থাপন	১০,০০০/=	৯,৫০০/=
১৬। আন্তর্জাতিক বন উন্নয়ন	৫,০০০/=	৫,০০০/=
১৭। বিভিন্ন ইউ.পিতে গবাদিপশু টিকা দান কর্মসূচী	১৫,০০০/=	৭,৫০০/=
১৮। কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন	১৫,০০০/= (স্থগিত)	প্রকল্প শুরু হয় নাই
১৯। করিমপুর বাজারে জমিদারদের বাঁধ নির্মাণ	১,৭৮,০০০/=	১,৭৮,০০০/=
২০। হোসেনপুর ইরি স্কীমের পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	১০,০০০/=
২১। কৃষি পুণঃ বাসন প্রকল্প	২৫,০০০/=	১০,০০০/=
২২। উপজেলা পুকুরে মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৫,০০০/=	১৫,০০০/=
২৩। চালাকচর বাজারে মাছের সেড নির্মাণ	১,২৫,০০০/=	৭০,০০০/=
২৪। আকনগর মসজিদের নিকট পাকা কালভার্টের অসমাপ্তকাজ সমাপ্ত করণ।	৭৮,৫৯০/=	৬০,০০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
স্কুল ও কুটির শিল্প		
১। কুটির শিল্পের জন্য ইমারত নির্মাণ	১,১০,০০০/=	১,০৮,৯৮৯/=
২। মহিলা কুটির শিল্পের জন্য সেলাই মেশিন ক্রয় ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ।	৪৭,৭৯৭/=	৩০,০০০/=
৩। মহিলা কুটির শিল্পের ভবনের বারান্দা, শিলিং, ওয়াল নির্মাণ	৩০,০০০/=	২৯,৯৭২/=
পরিবহন ও যোগাযোগ		
১। চন্দনবাড়ী কাঠের পুল মেরামত	১,০৪,২১১/=	১,০৩,৭০১/=
২। শুকুন্দি বাজার সংলগ্ন অব. সি.সি. ব্রীজ নির্মাণ	২,৮৮,৪৫৩/=	২,৮০,২২৩/=
৩। দৌলতপুর কিত্বিবাসদী-১০' স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	১,২৫,০০০/=	১,১৪,৯৯০/=
৪। বড়চাপা কাজির কান্দি খালের উপর পাকা ব্রীজ নির্মাণ	২,২৩,৩০০/=	২,২৩,২৪০/=
৫। কাঁচি কাটা মেন্দা নদীর উপর বদরপুরে ৪০' স্পেন ব্রীজ নির্মাণ	৪,১৩,২৩৫/=	৩,৭০,৮০০/=
৬। হাফিজপুরে কালভার্ট নির্মাণ	২৮,৮০০/=	২৮,৫০০/=
৭। শেকেরচর বাজারে পাকা ব্রীজ নির্মাণ	৩,০০,০০০/=	২,৯০,৯৬০/=
৮। উপজেলা পরিষদের সামনে রাস্তা মেরামত ও বর্ধিত করণ	৬০,০০০/=	৫৬,৯৯০/=
৯। উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন রাস্তা মেরামত	১৫,৪৩০/=	১৪,৮৭০/=
গৃহ নির্মাণ ও বস্তুগত অবকাঠামো		
১। নোয়াদিয়া ইউ.পি অফিস পূর্ণঃ নির্মাণ	৮৭,৮৪৪/=	৮৭,৭০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
২। কির্তিবাসদী ইউ.পি অফিস মেরামত	৯০,৪৫৭/=	৮৯,৯৪০/=
৩। মধুমলা উচ্চ, বিঃ স্যানিটারী পায়খানা নির্মাণ	৫৮,১০০/=	৫৮,০৯০/=
৪। মনতলা বাজারে মাছের সেড নির্মাণ	১,২৫,০০০/=	১,২৪,৯৯০/=
৫। বীরগাঁও বাজারে ৩টি পায়খানা নির্মাণ	৩৭,৮৫৭/=	৩৬,৭৫০/=
শিক্ষা		
১। খিদিরপুর সরকারী প্রাঃবিঃ অসামাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৮৭,৮৪৪/=	৮৭,৭০০/=
২। জামালপুর সরকারী প্রাঃ বিঃ অসামাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৭১,২৫৮/=	৭১,২৫০/=
৩। চাঁনগাঁও সঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত	১,৬৭,০০০/=	১,৬০,০০০/=
৪। নোয়াদিয়াকাজী আবুল হোসেন উচ্চ বিঃ এর শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ।	২,২০,০০০/=	২,২০,০০০/=
৫। বাসপুর প্রাঃ বিঃ অসামাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১,০৯,৫০০/=	১,০৯,৫০০/=
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ		
১। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী উদ্বুদ্ধকরণ	২৫,০০০/=	১,০৯,৫০০/=
২। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস প্রতিপালন	৫,০০০/=	২৫,০০০/=
৩। বাটপাড়া পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র মেরামত	২৫,০০০/=	৫,০০০/=
৪। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ফ্রিজ সরবরাহ	২৫,০০০/=	২০,০০০/=
৫। হায়ারদিয়া পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক করণ	২০,০০০/=	২০,০০০/=
৬। উপজেলা পরিষদের পুরাতন ভবনের ও অফিস ভবনে ফেন সরবরাহ।	৭১,২৩০/=	৭১,২৩০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি		
১। উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়ন উপজেলা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক	২৫,০০০/=	৮,০০০/=
২। উপজেলা শিক্ষা কলা পরিষদ উন্নয়ন	৩৬,৪৫০/=	৩৬,৪৫০/=
৩। উপজেলা পরিষদ স্কাউট এর উন্নয়ন	৫০,০০০/=	৩০,০০০/=
৪। উপজেলা পরিষদের পাঠাগারের জন্য পুস্তক ক্রয়	১০,০০০/=	১০,০০০/=
পল্লী পূর্ত কর্মসূচী		
১। ১৪টি ইউনিয়নে পল্লীপূর্ত কর্মসূচী	১,৮০,৭০০/=	১,৫০,৭০০/=
২। মনতলা ঈদগাহ মাঠে পাকা ঘাটল নির্মাণ	১,৫০,৯০০/=	১,৫০,৯০০/=
৩। মনোহরদী বাজার সংলগ্ন পাওপাড়া রাস্তা মেরামত	৩৬,৭৫০/=	৩৬,৭৫০/=
৪। পর্বলথানা ঈদগাহ মাঠে রাস্তা নির্মাণ	১,০৪,৫০০/=	১,০৪,৫০০/=
বিবিধ		
১। জন্ম মৃত্যু রেজিস্ট্রিকরণ	২৫,০০০/=	২৫,০০০/=
২। দর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্যের জন্য সংরক্ষিত তহবিল	৫৮,৯০০/=	৫৮,৯০০/=
৩। উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দিবস পালন	৩০,০০০/=	৩০,০০০/=
৪। উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষ ও চেয়ারম্যান সাহেবের অফিস কক্ষে আসবাবপত্র	১১,৩৫০/=	১১,৩৫০/=

মনোহরদী উপজেলার ১৯৮৭-৮৮ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্প সমূহের খাত ভিত্তিক তালিকা,
প্রকল্পিত- ব্যয় বরাদ্দ

ব্যয়িত টাকার বর্ণনা নিম্নে দেখানো হলো-

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
কৃষি ও সেচ		
১। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে রবি ফসল ও শীত কালীন শাক সব্জীর বীজ চারা উপকরণ বিতরণ	১,৫৭,১৭০/=	১,৫৭,১৭০/=
২। রবি মৌসুমে ১৪টি ইউপিতে প্রদর্শনী প্রট স্থাপন	৬,১৭৮/=	৬,১৭৮/=
৩। উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত মৎস চাষীদের মধ্যে পোনা মাহ বিতরণ কর্মসূচী	১৫,০০০/=	১৫,০০০/=
৪। পশু পালন বিভাগের আওতাধীন উপজেলার বিভিন্ন ইউ.পিতে জরুরী ভিত্তিতে গবাদী পশু পাখির জীবন রক্ষার জন্য ঔষধ সরবরাহ	৩০,০০০/=	৭,৫০০/=
৫। কৃষ্ণপুর বিলে ১৫'- ১০" স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	১,৬৩,৩৪০/=	৯০,০০০/=
৬। দিলারপুরে কাছারী বাড়ির নিকট ১২' -০ স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	১,৩৭,৯৯০/=	১,৩৭,৯৮৫/=
৭। নোয়ালপুর দীঘির পার ২টি জল নিষ্কাশন কালভার্ট মেরামত ও পুণঃ নির্মাণ	৮৪,৮০৯/=	৮৪,৮০৯/=
৮। আলীপুর মোল্লা বাড়ির নিকট রাস্তার উপর ১২'-০" স্পেন কালভার্ট নির্মাণ।	১,৫০,০০০/=	১,৫০,০০০/=
৯। জামালপুর ১২'-০" স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	১,২৫,৭১৩/=	১,২৫,৬৯৭/=
১০। কৃষি প্রদর্শন	৯৫,০০০/=	৯৫,০০০/=
১১। নার্সারী উন্নয়ন	৩০,০০০/=	৩০,০০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
১৩। চাষী রেলি/ মাঠ দিবস	২০,০০০/=	৫,০০০/=
১৪। আহম্মদপুরে বাধ নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১,১৭,০০০/=	--
১৫। উপজেলা পরিষদ অফিসের মৎস চাষ উন্নয়ন	১০,০০০/=	২,৫০০/=
১৬। চাপের দীঘির পাড় মৎস্য খামারের উন্নয়ন	৭০,০০০/=	৪৬,১১২/=
১৭। চিনিশপুর স্টেডিয়ামের পশ্চিম পার্শ্বে সেচ নিঃস্রাশন কালভার্ট নির্মাণ	৩৭,০০০/=	৩৭,০০০/=
১৮। জেমানমার রাস্তায় ১০'-০" স্পেন জল নিঃস্রাশন কালভার্ট নির্মাণ	১,৬৫,০০০/=	১,৬৫,০০০/=
১৯। নোয়াকান্দি রাস্তায় ১০'-০" স্পেন জল নিঃস্রাশন কালভার্ট নির্মাণ	১,৭৭,০০০/=	১,৭৭,০০০/=
২০। হরিনারায়নপুর গভীর নলকূপের পাকা ড্রেন নির্মাণ	২৭,০০০/=	২৭,০০০/=
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প		
১। উপজেলা কেন্দ্রীয় মহিলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সম্বন্ধসারণ	৩০,০০০/=	২২,৭৫০/=
২। উপজেলা সদরে সমবায় প্রশিক্ষণ ও সম্বন্ধসারণ	৩৩,৬০০/=	১৬,৮০০/=
৩। লেবুতলা ইউপির কুটির শিল্প উন্নয়ন	৮৪,০০০/=	৬৫,০০০/=
পরিবহন ও যোগাযোগ		
১। হাফিজপুর খালের উপর ৪০'-০" ফুট ব্রীজ নির্মাণ	৩,৫১,২৪২/=	১,৮০,০০০/=
২। বালু পাইপ এক দুয়ারিয়া গঙ্গামের পাকা ব্রীজ নির্মাণ	৩,০০,০০০/=	১,৩৫,০০০/=
৩। খরিয়া সেলো মেনের নিকট ১০'-০" স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	৯৯,০০০/=	৯৯,৩৯৮/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
৪। হিতাশি রাস্তার ৫'-৩" স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	২৬,৯০৫/=	২৬,৭৯৯/=
৫। হারারদিয়া ইদ্রিস আলীর বাড়ীর নিকট ৫'-০" স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	৩৬,৬৬৩/=	--
৬। অর্জুনচর বাজার সংলগ্ন ৪০'-০" লম্বা পাকা ফুট ব্রীজ নির্মাণ	৩,০৩,০৬৪/=	৩,০২,২৯৯/=
৭। কুতুবদী বিলে ৪০'-০" লম্বা পাকা ফুট ব্রীজ নির্মাণ	২,৮৩,০৯৪/=	২,৮৩,০৪৭/=
৮। চন্দনবাড়ী মসজিদের নিকট ২২'-০" লম্বা পাকা কালভার্ট নির্মাণ	৩,১৬,৬২৬/=	৩,১৫,০৬০/=
৯। মধুমালী মিয়াবর বাড়ীর নিকট ১৫'-০" পাকা কালভার্ট নির্মাণ	১,৩৭,২৭৫/=	১,৫৯,৮৮৭/=
১০। সার্কিট হাউসের নিকট ৬'-০" স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	৩৫,৯৫৪/=	৩৫,৯০৪/=
১১। গোতাশিয়া সফিউদ্দিনের বাড়ী হতে ফজলুল রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইট বসানো।	৭৩,০৯৭/=	৭১,৭১৩/=
১২। জবুর বাড়ীর নিকট ১০'-০" স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	১,১৫,০০০/=	১,১৫,০০০/=
১৩। মেন্দা নদীর উপর বদরপুরের ব্রীজ নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৩,৪০,৭২৫/=	২,১০,৭২৫/=
১৪। আকানগর সর্বলক্ষ্মন্দ খেয়াঘাট রাস্তায় বামরশাল বাড়ীর নিকট ৬'-০" স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	৩৮,৫০০/=	৩৮,৫০০/=
১৫। হাফিজপুরে খেয়াঘাট রাস্তায় কাজীর কান্দী গোরস্থানের নিকট ৫'-০" স্পেন কালভার্ট নির্মাণ	৫০,০০০/=	২৫,০০০/=
১৬। ঢালাকচর কালভার্টের উভয় পার্শে মাটি ভরাট	১৫,০০০/=	১৫,০০০/=
১৭। হারারদিয়া দোয়না রাস্তায় ৫'-০" প্রস্থ ৪০'-০" লম্বা ব্রীজ নির্মাণ	২,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
১৮। কুতুবদী ইউ. পির অন্তর্গত পৌরসভার শেষ সীমানা হইতে সুইজ গেট পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানা	৮০,০০০/=	৬০,০০০/=
সংস্কৃতিক উন্নয়ন		
১। শিল্পকলা একাডেমির উন্নয়ন	২০,০০০/=	২০,০০০/=
২। বিভিন্ন উচ্চ বিঃ ও প্রাঃ বিঃ খেলার সরঞ্জামাদি দরবরাহ	১০,০০০/=	১০,০০০/=
৩। কৃষ্ণপুর সং প্রাঃ মিঃ মেরামত	৩৯,৯৯৮/=	৩৯,৯৯৫/=
৪। হাজীপুর সং প্রাঃ বিঃ বেঞ্চ মেরামত ও লাইব্রেরী কক্ষ নির্মাণ	২৫,০০০/=	১০,০০০/=
৫। নোয়াকান্দি সাঃ প্রাঃ বিঃ দরজা জানালা মেরামত	৫,০০০/=	৩,০০০/=
৬। সর্বলক্ষনা সং প্রাঃ বিঃ ভবন সম্প্রসারণ	৩০,০৫৮/=	৩০,০৩৯/=
৭। শরীপপুর সং প্রাঃ বিঃ চারপার্শ্বে টিনের বেড়া নির্মাণ	৩৩,৯৪৬/=	৩৩,৯৪৬/=
৮। বীরগাঁও সং প্রাঃ বিঃ আসবাব পত্র মেরামত	৪,০০০/=	৪,০০০/=
৯। নোয়ানগর উচ্চ বিঃ অসামাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	৪০,০০০/=	২৫,০০০/=
১০। হরিনারায়নপুর উচ্চ বিঃ শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	৮০,০০০/=	৫০,০০০/=
১১। বামারের গুপ্ত উচ্চ বিঃ শ্রেণী কক্ষের অসামাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ	৪০,০০০/=	৪০,০০০/=
১২। বকশালী পুরা প্রাঃ বিঃ উন্নয়ন	২০,০০০/=	২০,০০০/=
বস্তুগত অবকাঠামো		
১। চালাকচর বাজারে মাছের সেড নির্মাণ	১,০০,০০০/=	১,০০,০০/=
২। লেবুতলা বাজারে তরকারী সেড নির্মাণ	১,২৩,০০০/=	৯০,০০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
৩। আকানগর মুরাদনগর সং প্রাঃ বিঃ ২টি পায়খানা নির্মাণ	১,২৩,০০০/=	১,২৩,০০০/=
৪। মনতলা ইউ.পি অফিস পায়খানা নির্মাণ	১২,০০০/=	১২,০০০/=
৫। বীরগাঁও বাজারে পুরাতন মাছের সেড মেরামত ও পুণঃ নির্মাণ	৩০,০০০/=	১৫,০০০/=
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ		
১। উপজেলা ১৪টি ইফনিয়নে পানীয় নলকূপ মেরামত	২৫,৫০০/=	১০,০০০/=
২। গাঃ কুলকান্দি বাজারে ৩টি পায়খানা নির্মাণ	৩৭,৮৯৭/=	৩৭,৫০০/=
৩। মনোহরদী সদর হাসপাতালে মগ নির্মাণ	৭০,০০০/=	৪৫,০০০/=
৪। বাহেরচর গ্রামে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য সুতীরখালে পাকা মঠলা নির্মাণ	৪৭,০০০/=	৪৭,০০০/=
শিক্ষা		
১। কির্তিবাসদী সং প্রাঃ বিঃ মেরামত	৫০,০০০/=	৫৯,৯৫৯/=
২। মধুমালী সং প্রাঃ বিঃ মেরামত	২০,৪৭৮/=	২০,৪৭০/=

১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরে উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্পসমূহের খাত ভিত্তিক তালিকা, প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ টাকার বর্ণনা নিম্নে দেখানো হলঃ

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
কৃষি ও সেচ		
১। গভীর নলকূপ পাকা ড্রেজ ক্রয়	৮৭,৫০০/=	৮৭,৫০০/=
২। পাওয়ার টিলার ক্রয় ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	৯৯,৯৯৮/=	৯৯,৯৯০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
কৃষি ও সেচ		
৩। ভূগর্ভস্থ নালা নির্মাণের জন্য পাইপ বসানো যন্ত্রাংশ ক্রয়, যন্ত্রাংশ সংযোজন ইত্যাদি	৬৬,২৭২/=	৭,৫০০/=
৪। ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয়	১,১০,০০০/=	৯৪,০০০/=
৫। বৃক্ষরোপন ও সামাজিক বন উন্নয়ন	৫০,০০০/=	৫০,০০০/=
৬। বণ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীদের মধ্যে পোনা মাছ বিতরণ	২০,০০০/=	২০,০০০/=
৭। গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর উন্নয়ন	২০,০০০/=	২০,০০০/=
৮। কুড়ের পাড়া খালের উপর জল নিষ্কাশন কালভার্ট নির্মাণ	৮৫,০০০/=	৮২,৭৮০/=
৯। সাধারণ কৃষি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	১৫,০০০/=	১৪,৯৫০/=
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প		
১। খিদিরপুর মহিলা কুটির শিল্পের উন্নয়ন	৯০,০০০/=	৮৯,৯৯০/=
পরিবহন ও যোগাযোগ		
১। উপজেলা পরিষদের অফিস ভবন হইতে রেল লাইন পর্যন্ত বণ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	১,৭৩,৯০০/=	১,৭০,৪৮৭/=
২। চালাকচর বালাপুরের নিকট ব্রীজ নির্মাণ	২,৩৮,৭০০/=	২,৩৮,৫৪০/=
৩। চন্দনবাড়ী মাদ্রাসার নিকট ব্রীজ নির্মাণ	১,৫১,২০০/=	২,৩৮,৭০০/=
৪। খিদিরপুর কালী বাবুর কাঠের পুল নেরামত	৩০,২৫০/=	২,২৫,৪০০/=
৫। পল্লীপূর্ত কর্মসূচী	৯১,৭২৮/=	১৬,১২৫/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
গৃহ নির্মাণ ও বহুগত অবকাঠামো		
১। দৌলতপুর ইউনিয়নের বণ্যার্তদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রের টিনের ছাউনী নির্মাণ	১,২৮,০৫০/=	১,২১,৭৭০/=
২। দৌলতপুর ইফনিয়নের বণ্যার্তদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে ভি ডি ফ্লোর ও দেয়াল নির্মাণ	৩,০৭,৪০২/=	৩,০৮,১৫০/=
৩। শেখেরচর বাজারে বণ্যার কতিগ্রস্থ রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ	২,৩৮,৭০০/=	২,৩৭,২০৫/=
৪। খিদিরপুর বাজারে বণ্যার কতিগ্রস্থ রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ	২,২৫,৪০০/=	২,১৪,০১০/=
৫। বড়চাপা ইউনিয়ন পরিষদ অফিস মেরামত	১৬,১২৫/=	১৬,১২৫/=
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ		
১। উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের উল্টের পার্শ্বে হল রুমের পিছন দিক হতে নার্সারীর শেষ সীমানা পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মাণ	২,১০,০০০/=	২,০৯,৯৬০/=
২। বণ্যার কতিগ্রস্থ পানীর প্রয়ঃ প্রণালী	২৮,৫০০/=	২৮,৪৮০/=
শিক্ষার উন্নয়ন		
১। খিদিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও পূর্ণনির্মাণ	৭৯,২০০/=	৭৭,৭৩০/=
২। খিদিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় মেরামত ও পূর্ণঃ নির্মাণ	৪৪,৬০০/=	৪৪,৫৯০/=
৩। কৃপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও পূর্ণনির্মাণ	৩২,৫৫০/=	৩২,৪৭০/=
৪। নারান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও পূর্ণঃ নির্মাণ	৬৩,২০০/=	৬৩,১৪০/=
৫। বড়চাপা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও পূর্ণনির্মাণ	১৭,২০০/=	১৬,৭০০/=

বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ	ব্যয়িত টাকা
৬। চরমান্দালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও পুণঃ নির্মাণ	৩৫,০০০/=	৩৪,৮৭৫/=
৭। আহাম্মদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুণঃ নির্মাণ	১৬,২২৫/=	১৬,২০০/=
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি		
১। দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও চন্দনবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উন্নয়ন	৪৪,০০০/=	৪৩,৯৯০/=
২। শিশুদের শারীরিক মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন	৫০,০০০/=	৪৯,৫৫০/=
১। করিমপুর শিশুদের শারীরিক মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য স্থায়ী উপকরণ	৫০,০০০/=	৪৯,৫৫০/=
বিবিধ		
১। দর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য	৩৬,১৫৪/=	৩৬,০৭০/=
২। জন্ম মৃত্যুর হিসাব সংরক্ষণ	৩০,০০০/=	১৫,০০০/=

২.৬ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্পের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মতামতের উপর আলোচনা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন খাতে গৃহীত প্রকল্পগুলির দ্বারা উপজেলার কোন শ্রেণীর জনগণ কতটুকু উপকৃত হয়েছে সে বিষয়ে ১০ জন কৃষক, ভূমিহীন কৃষক ১০ জন ব্যবসায়ী, ১০ জন ছাত্র ১০ জন ছাত্র ১০ জন পেশাজীবী মোট ৫০ জনের উপর এক সমীক্ষা চালানো দেখা যায় যে, বেশীরভাগ স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কথা উল্লেখ করেন। রাজনীতিবিদদের পরে তারা স্থানীয় প্রভাবশালী ধনীদের কথা বলেন দরিদ্র জনগণ লাভবান হয়েছে এ কথা খুব কম জনগণ বলেন।

নিম্নের সারণীতে তার পরিসংখ্যান দেওয়া হল-

সারণী নং - ৩১

লাভবান শ্রেণী	কৃষক	ভূমিহীন কৃষক	ব্যবসায়ী	ছাত্র	পেশাজীবী
স্থানীয় রাজনীতিবিদ	৫	৫	৪	৬	৪
প্রভাবশালী ধনী	৩	৪	৫	৩	৫
ব্যবসায়ী	২	১	২	১	১
দরিদ্র জনগণ	-	-	-	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ও পূর্বে কখন কিরূপ ছিল এ বিষয়ে মনোহরদী উপজেলার ৫ জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যারা উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বেও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিল তাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তাদের অধিকাংশ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি আগের মত বলে উল্লেখ করেন। নিম্নের সারণীর সাহায্যে তা দেখানো হলঃ

সারণী নং - ৩২

মন্তব্য	সংখ্যা	শতকরা হার
আগের চেয়ে বেশী	১	২০%
আগের মতো	৪	৮০%
আগের চেয়ে কম	-	-

২.৭. তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা

উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত ও জড়িত করে স্থানীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দ্বারা তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নের। সুতরাং উপজেলা ব্যবস্থাধীন উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়েছে তার মধ্যে আমলাতন্ত্র হল গুরুত্বপূর্ণ অংশিদার। এ পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের সাথে প্রশ্নপত্র ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মনোহরদী উপজেলায় আমলাদের শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতা, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে আমলারা কতটুকু সংশ্লিষ্ট ছিল, আমলারা উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে কতটুকু সক্ষম হয়েছিল, উন্নয়ন কার্যের ফলাফল সাধারণ মানুষ কতটুকু ভোগ করতে পেরেছিল, এ বিষয়ে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। নিম্নের সারণী নং ৩৩ দ্বারা মনোহরদী উপজেলার সরকারী কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার চিত্র তুলে ধরা হল-

মনোহরদী উপজেলার সরকারী কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

সারণী- ৩৩

পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার	এম.এ
শিক্ষা অফিসার	এম.এ
মেডিক্যাল অফিসার	এম.বি.বি.এস
কৃষি অফিসার	বি.এস.সি
প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	ডিপ্লোমা (ইঞ্জি)
পল্লী উন্নয়ন অফিসার	এম.এস.সি
সমবায় অফিসার	বি.এ.
মৎস্য অফিসার	বি.এ.জি
মহিলা বিষয়ক অফিসার	এম.এ
রাজস্ব অফিসার	এম.এ
উপজেলা প্রকৌশলী	বি.এস.সি (ইঞ্জি)
উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট	এম.এ
সহকারী মৎস্য অফিসার	বি.এস.সি
সহকারী জর্জ	এল.এল.বি
আনসার ও ভি,ডি,পি, অফিসার	বি.এস.সি
ভারপ্রাপ্ত অফিসার (থানা)	এম.এ

সরকারী সদস্যদের অর্ধেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এবং অর্ধেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পর্যায়ের / উপজেলার সরকারী কর্মকর্তাদের অধিকাংশের প্রশিক্ষণ রয়েছে। উপজেলার সরকারী সদস্যদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল-

সরকারী সদস্যদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

সারণী নং - ৩৪

পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণের স্থান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী	আইন ও প্রশাসনিক কোর্স	আইন ৬ মাস প্রশাসন ৬ মাস	ঢাকা
শিক্ষা অফিসার	বাংলাদেশ গল্পী উন্নয়ন একাডেমী	গণশিক্ষা উন্নয়ন	৩ মাস	কোটবাড়ী কুমিল্লা
মেডিক্যাল অফিসার	নিপসম	ট্রেনিং, ইনট্রেনিং টেকনোলজি	১২দিন	ঢাকা
কৃষি অফিসার	-	-	-	-
প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	বাংলাদেশ আবহাওয়া অফিস	দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি	১ মাস	ঢাকা
পল্লী উন্নয়ন অফিসার	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	৩ মাস	কোটবাড়ী কুমিল্লা
সমবায় অফিসার	বাংলাদেশ সমবায় মহাবিদ্যালয়	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	৪ মাস	কোটবাড়ী কুমিল্লা
সমাজ সেবা অফিসার	কিশোর অপরাধ সংশোধন প্রতিষ্ঠান	কিশোর অপরাধের কারণ ও সংশোধন	৩ মাস	টংগী, ঢাকা
সহকারী মৎস্য অফিসার	মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা	১৫ দিন	বায়পুর নোয়াখালী
উপজেলা প্রকৌশলী	-	-	-	-
সহকারী জজ	-	-	-	-
মহিলা বিষয়ক অফিসার	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মহিলা ব্যবস্থাপনা হিসাব শাস্ত্র	৬ মাস	ঢাকা
উপজেলা মেজিস্ট্রেট	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস একাডেমী	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	৪ মাস	সাভার ঢাকা
রাজস্ব অফিসার	জরীপ বিভাগ	সার্ভেসেটেলমেন্ট	২ মাস	হবিগঞ্জ
আনসার ও ভি.ডি.পি অফিসার	আনসার ও ভি.ডি.পি অধিদপ্তর	সামরিক প্রশিক্ষণ	৩ মাস	সখীপুর
ভারপ্রাপ্ত অফিসার (থানা)	পুলিশ একাডেমী	বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১ বছর	সারদার রাজশাহী

উন্নয়ন মূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা পর্যায়ে ইউ.এন.ও ও চেয়ারম্যানসহ উপজেলা পরিষদের

সকল সদস্যদের মতামত নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হলঃ

সারণী নং - ৩৫

মন্তব্য	সংখ্যা	শতকরা হার %
জনগণের ইচ্ছা	-	-
সদস্য গণের ইচ্ছা	৩	৮.৮২
চেয়ারম্যানের ইচ্ছা	৫	১৪.৭
বিভাগীয় কর্মকর্তার ইচ্ছা	১৩	৩৮.২৩
মন্ত্রী পর্যায়ের ইচ্ছা	-	-

প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে ইউ.এন.ও ও চেয়ারম্যানসহ উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যদের মতামত নিম্নের

সারণীর সাহায্যে দেখানো হলঃ

সারণী নং - ৩৬

মন্তব্য	সংখ্যা	শতকরা হার %
ইউনিয়ন পরিষদ	২২	
উপজেলা পরিষদ	৩	
চেয়ারম্যান	৭	
ইউ.এন.ও	২	
বিভাগীয় কর্মকর্তা	-	
মন্ত্রণালয়	-	

প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়ে ইউ.এন.ও ও চেয়ারম্যানসহ উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের মতামত

নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী নং - ৩৭

মন্তব্য	সংখ্যা	শতকরা হার %
ইউ.এন.ও	৩	৮.৮২
চেয়ারম্যান	৫	১৪.৭
উপজেলা পরিষদ	৬	১৭.৬৪
মন্ত্রণালয়	২০	৫৮.৮২

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ইউ.এন.ও ও চেয়ারম্যানসহ উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যদের মতামত

নিম্নের সারণীর সাহায্যে দেখানো হল-

সারণী নং - ৩৮

মন্তব্য	সংখ্যা	শতকরা হার %
ইউনিয়ন পরিষদ	১০	২৯.৪১
মনোনীত প্রজেক্ট কমিটি	১৬	৪৭.০৫
নির্বাচিত প্রজেক্ট কমিটি	-	-
মিশ্র প্রজেক্ট কমিটি	-	-
ঠিকাদার	৮	২৩.৫২

উপজেলা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের মত অনুযায়ী উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণের পরিকল্পনা সরকারী পর্যায়ে অর্থাৎ মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে। এখানে জনগণের ইচ্ছা কার্যকরী নয় বলে সবকলেরই অভিমত। প্রকল্প প্রণয়ন পরিষদের ভূমিকা সম্পর্কে অধিকাংশ সদস্যই একমত। মন্ত্রী পর্যায়ে ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা কোন প্রকল্প প্রণীত হয় না বলে সকলে একমত। প্রকল্প অনুমোদন মন্ত্রী পর্যায়ে হয়ে থাকে অধিকাংশ সদস্য একথা বলেছেন। আর প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ও মনোনীত প্রজেক্ট কমিটির কথা প্রায় সকলেই বলেছেন।

ইউ.এন.ও সহ উপজেলা পরিষদের সরকারী সদস্যদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল তারা প্রকল্প সমূহের সাথে কোন পর্যায়ে জড়িত। কেবলমাত্র ১ জন পরিকল্পনা পর্যায়ে জড়িত বলে উল্লেখ করেছেন। ২ জন হিসাবরক্ষণের সাথে জড়িত বলে জানান। নিম্নে সারণীতে তার চিত্র তুলে ধরা হল-

সারণী নং - ৩৯

পর্যায়	সংখ্যা	শতকরা হার %
পরিকল্পনা	১	৫.৮৮
অনুমোদন	-	-
বাস্তবায়ন তদারকী	৮	৪৭.০৫
অর্থ অবমুক্তি	-	-
হিসাব রক্ষণ	২	১১.৭৬
বাস্তবায়ন	৬	৩৫.২৯

উপজেলার বিভিন্ন সরকারী অফিস সমূহে কার্যকলাপ ও প্রাক্তন সি.ও অফিসের কার্যকলাপের মধ্যে তুলণামূলক মতামত মনোহরদী উপজেলার ৫০ জন অধিবাসীর কাছে চাওয়া হলে তাদের মধ্যে ২৮ জন মত প্রকাশ করেন যে, একই রকম। ২২ জন বলেন যে, আগের চেয়ে ভাল। আগের চেয়ে খারাপ এই মতামত কেউ রাখেন নাই। নিম্নের সারণীর সাহায্যে তা দেখানো হল।

সারণী নং - ৪০

মন্তব্য	সংখ্যা	শতকরা হার
আগের চেয়ে ভাল	২২	৪১%
আগের মত	২৮	৫৬%
আগেরে চেয়ে খারাপ	-	-

উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে লাভবান হয়েছে কোন শ্রেণী এ ব্যাপারে উপজেলাবাসীর মতামত চাওয়া হলে অধিকাংশই রাজনীতিবিদদের কথা উল্লেখ করেন। সকল শ্রেণী সমভাবে লাভবান হয়েছেএরূপ মত প্রকাশ করেন সবচেয়ে কম সংখ্যক ব্যক্তি। রাজনীতিবিদদের পরেই স্থানীয় প্রভাবশালী ধনীদের কথা বলেন। সারণীতে এর পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

সায়নী নং - ৪১

জাভান শ্রেণী	ফুবিজীবী		ভূমিহীন কৃষক		দিনমুজুর		ঢাকুসীজীবী		ব্যবসায়ী		পেশাজীবী		ছাত্র		বেকার		অন্যান্য	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
রাজনীতিবিন	২	২০	২	২৫	৬	৩০	৪	৪০	৯	৪০.৯	২	২৫	৫	৩৫.৭১	৪	২২.২২	১	৫০
প্রভাবশালী ধনী	৩	৩০	৩	৩৭.৫	৪	২০	২	২০	৩	১৩.৬৩	২	২৫	৩	২১.৪২	৩	১৬.৬৬	-	-
ব্যবসায়ী	১	১০	১	১২.৫	৩	১৫	-	-	১	৪.৪৫	১	১২.৫	২	১৪.২৮	২	১১.১১	-	-
মধ্যবিত্ত	১	১০	১	১২.৫	৫	২৫	১০	১০	২	৯.০৯	১	১২.৫	১	৭.১৪	৫.৫৫	-	-	-
ফুবিজীবী	-	-	-	-	৩	১৫	১	১০	২	৯.০৯	-	-	-	-	১	৫.৫৫	-	-
দরিদ্র জন্মগণ	-	-	-	-	১	৫	-	-	২	৯.০৯	-	-	১	৭.১৪	-	-	-	-
উপজেলা সময়ের আধিবাসী	১	১০	১	১২.৫	১	৫	১	১০	১	৪.৪৫	১	১২.৫	১	৭.১৪	৩	১৫.৬৬	-	-
সরকারী কর্মকর্তা	১	১০	-	-	১	৫	-	-	১	৪.৪৫	১	১২.৫	১	৭.১৪	৪	২২.২২	-	-
সকল শ্রেণী	১	১০	-	-	-	-	১	১০	১	৪.৪৫	-	-	-	-	-	-	১	৫০

উন্নয়ন কর্মকণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কেনন এ ব্যাপারে উপজেলার অধিবাসীদের প্রশ্ন করা হলে উপজেলাবাসী অধিকাংশই সুযোগ আগের মতোই বলে উল্লেখ করেছেন। আগের চেয়ে কম বলেছেন সবচেয়ে কমসংখ্যক ব্যক্তি আর ১৮ জন এ ব্যাপারে কোন ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন। এর পরিসংখ্যান সারণীতে দেখানো হল।

সারণী নং - ৪২

মন্তব্য	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
আগের চেয়ে বেশী	২০	১৭.৮৫
আগের মতো	৬৬	৫৮.৯২
আগের চেয়ে কম	৮	৭.৮৫
বলতে পারেন না	১৮	১৬.৩৭

নতুন প্রবর্তিত উপজেলা ব্যবস্থা কি ধরনের কর্মসূচী এ ব্যাপারে অধিবাসীদের মতামত জানতে চাওয়া হলে অধিকাংশ উপজেলাবাসীই এটিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচীর মিশ্রণ বলে জানিয়েছেন। প্রায় সমসংখ্যক ব্যক্তি এটিকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। যারা এই কর্মসূচীকে রাজনৈতিক কর্মসূচী বলেছেন তাদের প্রায় সকলের বক্তব্য ছিল একই ধরনের সেটা হচ্ছে এই কর্মসূচী ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার কাঠামোকে দৃঢ় করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। যারা এটিকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উভয় ধরনের কর্মসূচী হিসাবে উল্লেখ করেছেন তাদের মতে প্রশাসন বেহেতু রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই এ দুটিকে আলাদা করা সম্ভব নয়। খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি এটিকে শুধুমাত্র

প্রশাসনিক কর্মসূচী বলেছেন। উপজেলা পদ্ধতি কি ধরনের কর্মসূচী এ সম্পর্কে উপজেলার অধিবাসীদের মতামত সারণী এর সাহায্যে দেখানো হল।

সারণী নং - ৪৩

মন্তব্য	সংখ্যা	শতকরা (%)
রাজনৈতিক	৩৪	৩০.৩৫
প্রশাসনিক	১০	৮.৯২
উভয়	৩৬	৩২.১৪
বলতে পারেন না	৩২	২৮.৫৭

উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারী কর্মকর্তারা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ভূমিকা রাখার সুযোগ পেয়েছিল এবং তারা কি সুবিধা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাদের ভূমিকা কতটুকু থাকা উচিত এ বিষয়ে উপজেলার সরকারী কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্যদের কাছে মতামত চাওয়া হয়। থানা ও উপজেলা প্রশাসনের পার্থক্য হিসাবে সকল সরকারী কর্মকর্তা একটি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন সেটা উপজেলা প্রশাসন প্রবর্তিত হওয়ায় প্রশাসন জনগণের কাছাকাছি এসেছে। অনেকে বলেন উচ্চ পর্যায়ের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগের ফলে, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীলতা বেড়েছে। তাদের মতে থানা প্রশাসনে সমন্বয়কারী হিসাবে সার্কেল অফিসার ততটা ক্ষমতাসীল ছিলেন না। কিন্তু বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই ত্রুটি দূর করা হয়েছে। পূর্বে সরকারী কর্মকর্তাদের উন্নয়ন কার্যের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপর নির্ভর করতে হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনে এরূপ হয়না বলে কাজ ঠিকমত হয়। সরকারী কর্মকর্তাগণ প্রায় সকলেই একটি অসুবিধার কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে তাদের ভোটাধিকার নেই বলে উন্নয়নমূলক কার্যে তাদের মতামত দেয়ার সুযোগ নেই। কোন স্কিম গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা মতামত দিতে পারেন না অথচ কার্যের জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়। তারা জানান যে, থানা পরিষদ কর্মকর্তাদের মতামত

দেয়ার সুযোগ ছিল এবং বর্তমানে চেয়ারম্যান এর হাতে অত্যাধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে বলে কর্মকর্তাগণ উল্লেখ করেন। সরকারী কর্মকর্তাদের কয়েকজন, যেমন-পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ও মৎস্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরোধিতার জন্য তারা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে জানান। মৎস্য কর্মকর্তা একথা বলেন যে, মৎস্য উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের চাপের মুখে তিনি কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে পারছেন না। এছাড়া, চেয়ারম্যান কিছুকিছু স্থানীয় ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী চলেন বলে অনেকেই অভিযোগ করেন। এছাড়া, চেয়ারম্যান নিজস্ব এলাকারও নিজ দলীয় ব্যক্তিদের অনুকূলে কাজ করেন বলে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা উল্লেখ করেন। চেয়ারম্যানের ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা প্রায় সকলেই বলেছেন। চেয়ারম্যান নিজ দলীয় সদস্যদের সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করেন অন্য দলীয় ভিন্ন মতাদর্শের সদস্যদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেন না। এর ফলে প্রতিনিধি যে, সরকার যদি মনে করতেন পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদের পক্ষে সম্পাদিত হতে পারে এমন কাজ আইনের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বা জাতীয় নীতির পরিপন্থী তাহলে সরকার তা স্থগিত বা বাতিল ঘোষণা করতে পারতেন। তাছাড়া কার্যবলী সম্পাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে সরকার পরিষদকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। উন্নয়ন কার্যবলী সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশমালা জারী করছেন। উপজেলা পরিষদ উন্নয়নমূলক কার্যবলী সম্পাদনের নিমিত্তে অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাদের মতে যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত হয়ে উপজেলা পরিষদকে কাজ করা সম্ভব ছিল না। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে, সকল উপজেলাই একই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ তরা হচ্ছে, একই ধরনের উন্নয়ন খাত সৃষ্টি করে প্রতি খাতে একই পরিমাণ বরাদ্দ স্থির করে পরিকল্পনা কমিশন থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বেহেতু বিভিন্ন উপজেলার আয়তন, ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের - তাই খাত তৈরী ও খাতওয়ারী বরাদ্দ নির্দিষ্ট উপজেলার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

উপসংহার

এই গবেষণা নিবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপজেলা ব্যবস্থায় উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশিদার হিসাবে সরকারী কর্মকর্তা বা আমলাদের তৃনমূল পর্যায়ের জনগনের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে কতটুকু ছিল এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা উন্নয়নের গतिकে তরান্বিত করতে কতটুকু সক্ষম হয়েছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করা। মনোহরদী উপজেলায় জরীপ চলাকালীন সময় দেখা যায় যে, আমলারা বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িত ছিল এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে যথার্থভাবে ভূমিকা রাখার বিষয়ে আমলাতন্ত্রের ভিতরে ও বাহিরে কিছু সমস্যা রয়েছে। তাই এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা সাপেক্ষ।

উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি সংরক্ষিত বিষয় ও অন্যটি হস্তান্তরিত বিষয়। সংরক্ষিত বিষয় সরকারের নিয়ন্ত্রনে আর হস্তান্তরিত বিষয় উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন। এ দু'টি বিষয় নিয়ে কিছু কিছু সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন সংরক্ষিত বিষয় যদিও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের এখতিয়ারভুক্ত কিন্তু এগুলোর সিদ্ধান্ত উপজেলা পরিষদেই হয়ে থাকে। কিন্তু এই সংরক্ষিত বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের জবাবদিহিতা উপজেলা পরিষদের নিকট নয়। হস্তান্তরিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তা বা আমলাদের মতামত দেয়ার সুযোগ নাই। কোন ক্ষীম গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তারা মতামত দিতে পারেন না কিন্তু উন্নয়নমূলক কাজের বস্তবায়ন ও তদারকীতে সরকারী সদস্যগণই মূল্য ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া যেহেতু সংরক্ষিত বিষয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের এখতিয়ারভুক্ত এবং হস্তান্তরিত বিষয় চেয়ারম্যানের এখতিয়ারভুক্ত কাজেই চেয়ারম্যান কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বার্ষিক গোপন রিপোর্ট লিখার যৌক্তিকতা কতটুকু এটিও বিবেচনা সাপেক্ষ। আর এই বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট লিখার মাধ্যমে

উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিয়ন্ত্রন করতেন। উপজেলায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের সমন্বয়ের ক্ষেত্রেও সমস্যা বিরাজ করছে। কর্মকর্তাগণের উপর একদিকে তার নিজের বিভাগ অপর দিকে উপজেলা পরিষদ এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রনের ফলে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রায়ই অসুবিধা দেখা যায়। তাছাড়া সরকারী সরকারী কর্মকর্তারা উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাবমুক্ত হয়ে এবং রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেন না। যার ফলে সুষ্ঠুভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রবর্তিত উপজেলা ব্যবস্থা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ করে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের যে উদ্দেশ্য ছিল তা বাস্তবে পরিলক্ষিত হয় নাই। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত জাতীয় নীতির পরিপন্থী এবং আইনের সংগে সংহতিপূর্ণ নয় বলে তা বাস্তব করতে পারতেন। তাছাড়া উপজেলা পরিষদের উন্নয়নমূলক কার্যবলী সম্পাদনের নিমিত্তে অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল ফলে কেন্দ্রীয় সরকার উপজেলার বাজেট এবং তহবিলের উপর নিয়ন্ত্রন করতেন। যার ফলে উপজেলার নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাস্তবে কম ছিল। উপজেলা ব্যবস্থা সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রতিটি উপজেলার চাহিদা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গৃহীত হওয়া উচিত। কারণ, সকল উপজেলার চিত্র এক নয়। কিন্তু সকল উপজেলায়ই একই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। একই ধরনের উন্নয়ন খাত সৃষ্টি করে প্রতিখাতে একই পরিমাণ বরাদ্দ স্থির করে পরিকল্পনা কমিশন থেকে নির্দেশ দেয়ার বিধান আছে। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন উপজেলার আয়তন, ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের তাই খাত তৈরী ও খাতওয়ারী বরাদ্দ নির্দিষ্ট উপজেলার প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

উপজেলায় কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাদের অধিকাংশের অভিজ্ঞতা নাই। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজন আরও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাছাই করা কর্মকর্তা নিয়োগ। তাছাড়া সরকারী কর্মকর্তারা জনবিচ্ছিন্ন। তাই সরকারী কর্মকর্তাদের জনসংযোগ বৃদ্ধি করা উচিত এবং সরকারী কর্মকর্তাদের এরূপ প্রশিক্ষণ হওয়া উচিত যাতে তাদের আচরণ ও মানসিকতা আরও গণমুখী হয়। অন্যদিকে প্রতিনিধি সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুব কম তাই তারা সরকারী কর্মকর্তাদের কাজকর্মের যথার্থ বিচার বিশ্লেষণ করতে পারেন না। প্রতিনিধি সদস্যরা অনেক কারিগরী বিষয় বুঝতেন না তাই সরকারী কর্মকর্তারা তাদেরকে যেভাবে বুঝতেন তারা সেভাবে বুঝতেন। সরকারী কর্মকর্তাদের উপজেলা পরিষদের নিকট দায়িত্বশীলতার বিষয়টি শক্তিশালী ছিল না প্রতিনিধি সদস্যদের অজ্ঞতার কারণে।

আলোচ্য সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশাসনকে পল্লীর জনগনের কাছে নিয়ে গিয়ে পল্লীর জনগনের ভাগ্য পরিবর্তনের যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তা বিভিন্ন ত্রুটি বিদ্যুতির কারণে বাস্তবে সম্ভব হয় নাই। উপজেলা ব্যবস্থায় যেটুকু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে তার ফলে উপকৃত হয়েছে স্থানীয় রাজনীতিবিদ এবং প্রভাবশালী ধনী। উপজেলার অধিকাংশ দরিদ্র শ্রেণীর ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই অর্থাৎ তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয় নাই।

Literature cited

1. R.K Arora, Comparative public Administration, Associated publishing house New Delhi.
2. John Montymery, "A Roy coalition respirators on three classical themes" In Monlyomery and William J. eds) Approaches to development politics Administration and changes. New York. 1966.
3. Morris David, Measuring the conditions of the world's poor, New York pergramon press, 1979.
4. UNDP, Human Development Report, 1990.
5. United Nation Administration committee on coordination subcommittee on Nutrition, Recent in Nutrition in 33 countries January / February, 1989.
6. Inayetullah (ed) Approaches to Rural Development, (Asia and pacific development Administrations centre Kualalampur, Malayasia, 1979.
7. Keilh Giffen, The political Economy of Agrarian change. An Essay on the Green Revolution. (Canbrige, Harvarid University, 1974).

8. United Nations Administration committees on coordination subcommittees on nutrition, Recent trends in Nutrition in countries January/ February 1989.
9. World Development Report 1991.
10. Henry Maddick, Democracy Decentralization and Development, Asia publishing house, Bombay, 1963.
11. Keith Criffin, " Economic Development in a changing world" in world Development vol. 9, 1981.
12. Government of Bangladesh Report of the committee for Administration Recognition Reform, June 1982.
13. Essays In sociology
14. Joseph La palombara. An overview of Bureaucracy and political Development in La Palombara (ed) Bureaucracy and political Development; princeton university press, 1968.
15. The element of development Administration In widnes ED, Development Administration In Asia.
16. Milton Esman, The politics of Development Administration.

17. Manual of Upazela Administration vol. I, Government of the people's Republic of Bangladesh, February, 1983.
18. Manual of Upazela Administration vol. II, Government of the people's Republic of Bangladesh, September, 1983.
19. সৈয়দ লুৎফর রহমান, উপজেলা পরিষদ আইন ম্যানুয়েল, সৈলুন প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৮।
20. Manual of Upazila Administration vol. Government of the people's Republic of Bangladesh, February, 1983.
21. Manual on Thana Administration vol. III, Government of the people's of Bangladesh, February, 1983.
22. Manual of Upazela Administration vol. III, Government of the people's Republic of Bangladesh, February, 1983.
23. উপজেলা পরিষদের জন্য নির্দেশমালা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, জুলাই, ১৯৮৫।
24. A Hand Book for Upazila Trainery, published by the Recruitment and trainy Branch Ministry of Establishment, Government of the peoples Republic of Bangladesh, 1985.
25. উপজেলা পরিষদের ম্যানুয়েল, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা - ১৯৮৬।

26. Traing of Upazila Nirbahi Officers and upazila Finance and Planning Officers, Government of the perople's Republic of Bangladesh Ministry of Eastablishment.
27. Resolation and Memorandun on Deputation of Government Officials Deating with transferred subjects upazila pareshad, cabened Devision Government of the people's Republic Bangladesh, December, 1984.
28. Hye, Hasnat Abdul (ed), Decentralisation Local Institution and Resource Mobilisation Bangladesh Academy for Rural Development, Kotbari, Comilla, Bangladesh, 1985.
29. Ahmed, Ali, Administration of local self Government for Rural Area in Bangladesh, Local Government Institute, Dhaka, 1979.
30. Hayder, Yusuf, Development the upazila way, Dhaka prakashan. 1986.
31. The Journal of local Government, Vol. 15, No. 2, July-December, 1986.
32. The Journal of loca Government, special issue on upazila, 1986.
33. The Journal of local Government, Vol.-14. No. 1, 1985.

34. Local Government quarterly, Vol.- No. 10, Issue No. 1-2, 198.
35. Publica, a bi- Annual Journal of Administration Abbairs, Vol. 1,
No. 1, 1984.
36. The Journal of local Government, Vol.- II No.- 1, 1982.
37. Upazila statistics Vol.-one, Bangladesh Bureau of statistics
Division Mininstry of Planning, January, 1985.